প্রথম আলো, ২৫ এপ্রিল ২০২২

জবাবদিহি ছাড়া নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সুযোগ নেই

র‍্যাব প্রসঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নিয়ে বিস আয়োজিত সেমিনারে র‍্যাবের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে নিজ দেশের অবস্থান স্পষ্ট করলেন পিটার হাস।

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন, র‍্যাবের বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে অভিযোগ রয়েছে, তা সুরাহার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ এবং বাহিনীর সদস্যদের জবাবদিহি নিশ্চিত না হলে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা (মার্কিন) প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ নেই।

গতকাল রোববার বিকেলে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আইন প্রয়োগের বিষয়ে আমি সৎভাবে বলতে চাই, সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও জবাবদিহি ছাড়া র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ নেই। আমরা এমন একটি র‍্যাব চাই, যারা সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে যেমন কঠোর থাকবে, তেমনি মৌলিক মানবাধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়ে সজাগ থাকবে।'

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড

এ কে আব্দুল মোমেন

পিটার হাস

স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস-বিস) আয়োজিত 'বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক: সহযোগিতা ও অংশীদারত্ব জোরদারের পথে' শীর্ষক এই সেমিনারের প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন।

গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে গত বছরের ১০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র র‍্যাব এবং বাহিনীর সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এরপর ঢাকা ও ওয়াশিংটনে দুই দেশের নানা পর্যায়ের বৈঠকে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে হবে। ফলে এতে সময় লাগবে।

পিটার হাস গত মাসে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে যোগ দেন। এরপর গতকালই প্রথম কোনো রকম রাখঢাক ছাড়া তিনি র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, নিষেধাজ্ঞা

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রত্যাহার চাইলে র‍্যাবের জবাবদিহি নিশ্চিতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

একই সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এ-ও বলেছেন, 'র‍্যাবের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মানে এই নয় যে আমরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে স্থাপিত জোরালো নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়াতে পারব না। আন্তসীমান্ত অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদ দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সহিংস চরম পন্থা প্রতিরোধে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে যাব।'

প্রতিরক্ষা চুক্তি মানেই 'জোট' নয়

দুই দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের ওপর জোর দেন। দুই দেশের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে দুটি মৌলিক চুক্তি হতে পারে। জিসোমিয়া (জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট) এবং আকসা (অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ক্রস সার্ভিং অ্যাগ্রিমেন্ট) নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ টানেন তিনি।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, জিসোমিয়ার আওতায় সামরিক ক্রয়সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য আদান-প্রদানের মূলনীতি নির্ধারিত হবে। এই রূপরেখা বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী অভীষ্ট ২০৩০ অর্জনে অবদান রাখবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তির সহায়তায় বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন ত্বরান্বিত হবে। আর আকসার আওতায় মার্কিন সামরিক বাহিনী আন্তর্জাতিক জলসীমায় একে অপরকে সহায়তা দিতে পারবে।

পিটার হাস বলেন, জিসোমিয়া ও আকসা সম্পর্কে অনেকের ভুল ধারণা রয়েছে। এগুলো কারিগরি চুক্তি; 'জোট' বা 'সামরিক চুক্তি'র পর্যায়ভুক্ত নয়। এগুলো কোনো বিস্তৃত ও অস্পষ্ট প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তিও নয়; যেমনটা ২০০২ সালে বাংলাদেশ চীনের সঙ্গে চুক্তি সই করেছিল। এগুলো কেবল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরির উপাদান হিসেবে এবং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা অভীষ্ট লক্ষ্যকে এগিয়ে নিতে সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা করবে। তা ছাড়া এগুলো প্রচলিত বিষয়। ৭০টির বেশি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই চুক্তিতে সই করেছে।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকার বিষয়ে দুই দেশের সহযোগিতা জোরালো করার ওপর গুরুত্ব দিয়ে পিটার হাস বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রও ত্রুটিমুক্ত নয়। আমরাও নিজেদের গণতান্ত্রিক সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু করেছি। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে পুলিশের জবাবদিহির বিষয়ে, আমাদের নিজস্ব সমস্যা নিরসন এবং নির্বাচনের দিনে সব নাগরিক যেন ভোট দিতে পারেন, সেটা নিশ্চিত করা। সেই সঙ্গে আমরা সারা বিশ্বের দেশগুলোকেও তাদের

পিটার হাস বলেন, আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান শুধু নির্বাচনের দিন ভোটদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কার্যত নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে। সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য আবশ্যক হলো নাগরিকদের মতামত প্রকাশ, সাংবাদিকদের ভয়ভীতি ছাড়া অনুসন্ধান এবং নাগরিক সমাজের ব্যাপক পরিসরে জনমত গঠনের সুযোগ নিশ্চিত করা।

গণতন্ত্রকে জোরদার করতে একই ধরনের অঙ্গীকার গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।'

পিটার হাস বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশ বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানাবে বলে সম্প্রতি যে ঘোষণা দিয়েছেন, তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া অপব্যবহার রোধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের সংস্কারের বিষয়ে আইনমন্ত্রীর সাম্প্রতিক প্রতিশ্রুতিকেও মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্বাগত জানান।

আগামী নির্বাচনে কোনো পক্ষ নেবে না যুক্তরাষ্ট্র

পিটার হাস বলেন, আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান শুধু নির্বাচনের দিন ভোটদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কার্যত নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে। সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য আবশ্যক হলো নাগরিকদের মতামত প্রকাশ, সাংবাদিকদের ভয়ভীতি ছাড়া অনুসন্ধান এবং নাগরিক সমাজের ব্যাপক পরিসরে জনমত গঠনের সুযোগ নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, 'আমি স্পষ্ট করেই বলছি, আগামী নির্বাচনে (বাংলাদেশের) যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ বেছে নেবে না। আমরা শুধু এমন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আশা করি, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে, কে দেশ পরিচালনা করবে।'

এরপর প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় যুক্তরাষ্ট্র এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারের ভূমিকা পালন করছে। তিনি মিয়ানমারের মুসলিম ও অন্য সংখ্যালঘুদের মানবনিরাপত্তা অবস্থাবিষয়ক জাতিসংঘ সাধারণ সম্মেলনের প্রস্তাবে সমর্থন দেওয়ায় এবং সম্প্রতি রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যার স্বীকৃতি দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানান। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও সব দেশের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একত্রে কাজ করে যাবে বলে জানান আব্দুল মোমেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রশংসায় র‍্যাব মহাপরিচালক

এই সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে র‍্যাবের মহাপরিচালক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল-মামুনও ছিলেন। বিশেষ অতিথি ও প্রধান অতিথির বক্তৃতার আগে মুক্ত আলোচনায় আমন্ত্রিত অতিথিদের কয়েকজন প্রশ্ন করেন ও অভিমত দেন। এই পর্বে একপর্যায়ে র‍্যাবের মহাপরিচালক বলেন, গত ৫০ বছরে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও সমরাস্ত্রের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে বাংলাদেশ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ সুবিধা পেয়েছে। এর পাশাপাশি র‍্যাবও যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ তদন্তের প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে র‍্যাবের সঙ্গে মার্কিন বিচার বিভাগের সহযোগিতা রয়েছে।

এ সময় র‍্যাবের মহাপরিচালক উল্লেখ করেন, জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের সহযোগিতায় ২০১১ সালে র‍্যাবের সদর দপ্তরে অভ্যন্তরীণ তদন্ত সেল গঠন করা হয়। তা ছাড়া মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে সাতটি কোর্সে মৌলিক সাক্ষাৎকারের দক্ষতা, অপরাধ তদন্ত ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে ১৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্বচ্ছতা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে এসব কর্মকর্তাকে সারা দেশের র‍্যাবের কমান্ডগুলোতে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁরা পরে অন্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং নানা রকম সমর্থন পেয়েছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হেলিকপ্টার অপারেশনের পাশাপাশি মানবিক সহায়তায় ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আমরা উপকৃত হয়েছি। সন্ত্রাসবাদ দমনের পাশাপাশি আমরা সফলভাবে ধর্মীয় উগ্র পন্থা এবং মাদক ও মানব পাচার বন্ধে সফল হয়েছি। মানবাধিকার সমুন্নত রেখে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা এগিয়ে নিতে চাই। ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাই।'

বিসের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেনের সঞ্চালনায় সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, সাবেক রাষ্ট্রদূত ও বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট মো. হুমায়ুন কবীর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রোকসানা কিবরিয়া। তিনটি প্রবন্ধের বিষয়ে আলোচনা করেন সাবেক রাষ্ট্রদূত ও ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর বে অব বেঙ্গল স্টাডিজের পরিচালক তারিক এ করিম। সেমিনারে স্বাগত বক্তৃতা দেন বিসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান।

রাইজিংবিডি.কম, ২৫ এপ্রিল ২০২২

র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা, যা বললেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) প্রতি নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে দৃঢ় নিরাপত্তা সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে। র‍্যাবের প্রতি নিষেধাজ্ঞা এই সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাধা হবে না। তবে জবাবদিহি নিশ্চিতে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ ছাড়া র‍্যাবের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সম্ভব নয়। র‍্যাবকে মৌলিক মানবাধিকার মেনে চলতে হবে। র‍্যাব যেভাবে সন্ত্রাস মোকাবিলা করছে সেভাবেই এই বাহিনীকে কার্যকর দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।
এ ছাড়া বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, একটা কথা পরিষ্কার করতে চাই। বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ নেবে না। খুব সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাশা করে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দেশের মানুষ নির্বাচনে অংশ নিয়ে তাদের পছন্দমত আগামী নেতৃত্ব নির্বাচন করবে।

রোববার বিকেলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।

পিটার ডি হাস বলেন, বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও মূল্যবোধের বিকাশই যুক্তরাষ্ট্রের নীতি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের নিজের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য যে পুলিশের কাজের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করতে পারে। এই কাজের ক্ষেত্র আরও দৃঢ় ও বিস্তৃত হতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য বিশ্বে বাংলাদেশের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি প্রত্যাশা করেন।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত ও অবাধ ইন্দো-প্যাসেফিক অঞ্চলের অগ্রগতিতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

একই সেমিনারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, যেকোনো দেশ চাইলেই আগামী জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

‘বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক: সহযোগিতা বৃদ্ধি ও অংশীদারিত্বের দিকে অগ্রযাত্রা’ শিরোনামে আয়োজিত এই সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রোকসানা কিবরিয়া। আলোচনায় আরও অংশ নেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড. এম সাখাওয়াত হোসেন, সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির এবং তারিক এ করিম। সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মাকসুদুর রহমান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই সহযোগিতা আরও এগিয়ে যাবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র দুটি দেশই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমর্থন করে। যেকোনো দেশ চাইলে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারে, কোন সমস্যা নেই।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের জন্য জিএসপি সুবিধা পেতে চাই। এ কারণে শ্রমমান উন্নয়নে কী করতে হবে, সেটা যুক্তরাষ্ট্র জানালে বাস্তবায়ন করবো।

ইন্দোপ্যাসিফিককে এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সব দেশের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করে যাবে।

মিয়ানমারের মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মানব নিরাপত্তা সংক্রান্ত জাতিসংঘ সাধারণ সম্মেলনের প্রস্তাবে সমর্থন এবং রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে সাবেক রাষ্ট্রদূত তারিক এ করিম বলেন, বাংলাদেশ এখন শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, বিশ্বের মধ্যে অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ। বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশেরই সম্পর্ক ভালো হচ্ছে। এ ছাড়া দুই দেশের একসঙ্গে কাজ করার আরও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে।

সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবীর বলেন, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সবসময়ই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে চায় এবং রাখছে। আর যুক্তরাষ্ট্রও বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সঙ্গে আরও কিছু যোগ করতে চেয়েছে। তারপরেও দুই দেশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জলবায়ু সংকট মোকাবিলা এবং সন্ত্রাসদমনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বেশকিছু সামরিক মহড়া দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এর মধ্যে সমুদ্রসীমাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

যুগান্তর, ২৫ এপ্রিল ২০২২

বিআইআইএসএসের সেমিনারে মার্কিন রাষ্ট্রদূত

আগামী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কারও পক্ষ নেবে না

জবাবদিহি নিশ্চিত না হলে র‌্যাবের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ নেই

যুগান্তর প্রতিবেদন

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন, আমি নিশ্চিত যে, বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কারও পক্ষ নেবে না। যুক্তরাষ্ট্রের একটি সাধারণ প্রত্যাশা আছে। সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশের জনগণের জন্য এমন একটি প্রক্রিয়া থাকবে, যেখানে তারা তাদের সরকার পছন্দ করে নিতে পারবে।

রোববার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ‘বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক : সহযোগিতা বৃদ্ধি ও অংশীদারিত্বের দিকে অগ্রযাত্রা’ শীর্ষক এ সেমিনারে পিটার হাস তার দেশের নির্বাচনি ব্যবস্থা ও প্রত্যাশার কথাও উল্লেখ করেন। জবাবে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন বলেন, গত কয়েক বছর ধরে আমরা অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছি। এ লক্ষ্যে সব ধরনের উপকরণ স্থাপন করছি। সুতরাং আমরা নির্বাচন পর্যবেক্ষক আগেও স্বাগত জানিয়েছি। আগামীতেও স্বাগত জানাই। আমরা তাদেরকে (পর্যবেক্ষক) সহায়তা করব।

বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেনের সভাপতিত্বে এতে স্বাগত বক্তব্য দেন সংস্থাটির মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মাকসুদুর রহমান। সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রুখসানা কিবরিয়া, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন, সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির ও তারিক এ করিম। উন্মুক্ত পর্বে সাবেক রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জমির, অনলাইনে যুক্ত হয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মইনুল ইসলাম, পুলিশ কর্মকর্তা চৌধুরী আবদুল্লাহ মামুন প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। এ সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে র‌্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা, রোহিঙ্গা নাগরিকদের প্রত্যাবাসনসহ আরও কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করেন বক্তারা।

সেমিনারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারের ভূমিকা পালন করছে। তিনি মিয়ানমারের মুসলিম ও অন্য সংখ্যালঘুদের মানব নিরাপত্তা অবস্থা বিষয়ক জাতিসংঘ সাধারণ সম্মেলনের প্রস্তাবে সমর্থন এবং প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রশাসন থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তিনি আশা করেন, এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও সব দেশের সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একত্রে কাজ করে যাবে। তিনি এ সময় কয়েকজন র‌্যাব ও পুলিশ সদস্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধার ব্যাপারেও কথা বলেন। পাশাপাশি নিজের দুঃসময়ে যুক্তরাষ্ট্রকে পাশে পাওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেন।

এর আগে নিজের বক্তৃতায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন, র‌্যাবের বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে অভিযোগ রয়েছে তার সুরাহার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ এবং বাহিনীর সদস্যদের জবাবদিহি নিশ্চিত না হলে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ নেই। র‌্যাব এখন যেভাবে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করছে, সেইভাবে বাহিনীটিকে কার্যকর দেখতে চান তারা। তবে তাদের মৌলিক মানবাধিকারও মেনে চলতে হবে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে জোরালো নিরাপত্তা সহযোগিতা রয়েছে। র‌্যাবের ওপর

নিষেধাজ্ঞা পুলিশকে সহযোগিতা ও সন্ত্রাসবিরোধী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও নতুন সরঞ্জামাদির সহায়তাদানের ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদ দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে যাবে।

রাষ্ট্রদূত দুই দেশের মধ্যকার নিরাপত্তা, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক বন্ধনের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমরা উভয় দেশ পারস্পরিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে পারি। আমরা দুটি মৌলিক তথা ভিত্তিমূলক চুক্তি জিসোমিয়া (জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন এগ্রিমেন্ট) এবং আকসা (ইকুইজিশন অ্যান্ড ক্রস সার্ভিং এগ্রিমেন্ট) চুক্তিতে যেতে পারি। রাষ্ট্রদূত বলেন, এগুলো সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা আছে। এগুলো কারিগরি চুক্তি। এগুলো 'জোট' বা 'সামরিক চুক্তি'র পর্যায়ভুক্ত নয়। কোনো বিস্তৃত ও অস্পষ্ট প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি নয়। যেমনটা ২০০২ সালে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছিল চীনের সঙ্গে। এগুলো কেবল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরির উপাদান হিসাবে এবং আপনাদের নিজ প্রতিরক্ষা অভীষ্টকে এগিয়ে নিতে আপনাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা করবে। এগুলো প্রচলিত বিষয়। ৭০টিরও বেশি দেশ আমাদের সঙ্গে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

তিনি বলেন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সুরক্ষায় আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি। এটা অনুধাবন জরুরি যে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠান কেবল ভোটের দিনের বিষয় নয়। আপনারা সবাই জানেন, প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে। সত্যিকার অর্থে নির্বাচনের জন্য জন-আলোচনার জায়গা থাকতে হয়। এমন একটা পরিবেশ থাকতে হয় যেখানে সাংবাদিকরা নির্ভয়ে অনুসন্ধান করতে পারেন। এছাড়া যেখানে সুশীল সমাজের বিস্তৃতভাবে (নির্বাচনে) সহায়কের কাজ করার সক্ষমতা থাকবে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা শুনে আমি খুশি যে, আগামী নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানানো হবে। আর কোনো অপপ্রয়োগ (ফারদার অ্যাবিউসেস) থেকে সুরক্ষার লক্ষ্যে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন সংশোধনে আইনমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিকেও আমি স্বাগত জানাই।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, গত ৫০ বছরে আমরা সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং মানুষের মধ্যে আমাদের সম্পর্ক শক্তিশালী করেছি। কিন্তু আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছি। আমরা অনুধাবন করছি যে, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পরিবর্তন হবে। বাংলাদেশ ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং অবশ্যই বিশ্বে দ্রুত অর্থনৈতিক বর্ধনশীল দেশ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভূরাজনৈতিক অবস্থানের জন্য বিশ্বে বাংলাদেশের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও অংশীদারত্বমূলক সম্পর্ক ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে। বিআইআইএসএস চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক একটি লম্ব^া পথ পাড়ি দিয়েছে। যার ভিত্তি ছিল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক, পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস। তিনি ২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় বিশেষত তাদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সহযোগিতা করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানান।

নয়াদিগন্ত, ২৫ এপ্রিল ২০২২

নির্বাচনে কোনো পক্ষ নেবে না যুক্তরাষ্ট্র : রাষ্ট্রদূত হাস

নয়া দিগন্ত অনলাইন

বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন, বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ নেবে না। তিনি বিশ্বের দেশগুলোর গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করতে যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

রোববার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের (বিআইআইএসএস) অডিটোরিয়ামে 'বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক : উন্নত সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে' শীর্ষক সেমিনারের এসব কথা জানান মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

সেমিনারে রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আমাকে স্পষ্ট করে বলতে দিন : আসন্ন নির্বাচনে (বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে) কোনো পক্ষ নেবে না যুক্তরাষ্ট্র। আমরা কেবল একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রত্যাশা করি, যাতে বাংলাদেশীরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে; যে কে তাদের দেশ চালাবে।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

মার্কির রাষ্ট্রদূত বলেন, আমি আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত তিনটি ক্ষেত্রে আলোকপাত করতে চাই- নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক।

রাষ্ট্রদূত হাস বলেন, দুই দেশ গণতন্ত্রের প্রচার ও মানবাধিকার রক্ষায় একসাথে কাজ করতে পারে। তিনি স্বীকার করেন যুক্তরাষ্ট্র (নিজেও) নিখুঁত নয়।

তিনি বলেন, আমরা আমাদের নিজেদের গণতান্ত্রিক নবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করেছি। এই যাত্রার মধ্যে রয়েছে পুলিশের জবাবদিহিতা বিষয়ে আমাদের নিজস্ব সমস্যা নিরসন এবং নির্বাচনের দিনে সকল আমেরিকান যেন ভোট দিতে পারে সেটা নিশ্চিত করা। সেইসাথে আমরা সারা বিশ্বের দেশগুলোকেও তাদের গণতন্ত্র জোরদার করতে একই ধরনের অঙ্গীকার গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

হাস বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশ বিদেশী পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানাবে মর্মে বিবৃতি দেয়ায় আমি সন্তোষ প্রকাশ করছি। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার রোধে এ আইন সংস্কারে আইনমন্ত্রীর সাম্প্রতিক প্রতিশ্রুতিকেও আমি স্বাগত জানাই।

রাষ্ট্রদূত বলেন, আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান শুধু নির্বাচনের দিন ভোটদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কার্যত, ইতোমধ্যেই নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে। সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য আবশ্যক হলো নাগরিকদের মত প্রকাশ, সাংবাদিকদের ভীতিহীন অনুসন্ধান এবং সুশীল সমাজের ব্যাপক পরিসরে জনমত গঠনের সুযোগ নিশ্চিত করা।

বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেনের সভাপতিত্বে সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান।
সূত্র : ইউএনবি

ভোরের কাগজ, ২৫ এপ্রিল ২০২২
সেমিনারে রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের মন্তব্য বাংলাদেশে আগামী নির্বাচনে কারো পক্ষ নেবে না যুক্তরাষ্ট্র :

কাগজ প্রতিবেদক

বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কারো পক্ষ নেবে না বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। গতকাল রবিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে (বিআইআইএসএস) বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অংশীদারত্ব ও সহযোগিতা বাড়ানোর উপায় নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি আরো বলেন, জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত র‍্যাবের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সুযোগ নেই।

এতে অংশ নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আমরা স্বাগত জানাই। যে কোনো দেশ চাইলেই এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারে। বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় যুক্তরাষ্ট্র এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারের ভূমিকা পালন করছে। তিনি মিয়ানমারের মুসলিম ও অন্য সংখ্যালঘুদের মানব নিরাপত্তা অবস্থা বিষয়ক জাতিসংঘ সাধারণ সম্মেলনের প্রস্তাবে সমর্থন ও প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রশাসন থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যার স্বীকৃতি দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তিনি আশা করেন, এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও সব দেশের সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করে যাবে। তিনি আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধা আমরা পেতে চাই। এই জিএসপি সুবিধা পেতে শ্রমমান উন্নয়নে কী করতে হবে, সেটা যুক্তরাষ্ট্র জানালে আমরা বাস্তবায়ন করব।

রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, অর্থনীতিতে উন্নয়ন ও ভূরাজনৈতিক অবস্থানের জন্য বিশ্বে বাংলাদেশের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও অংশীদারত্বমূলক সম্পর্ক ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত ও অবাধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের অগ্রগতিতে এবং উভয় দেশের প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলায় দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নয়নে প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, আমি আনন্দিত যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, আগামী নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানানো হবে। আপনারা জানেন এরই মধ্যে বাংলাদেশে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। পিটার হাস বলেন, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জনগণের সুযোগ থাকা উচিত। সাংবাদিকরা যেন স্বাধীনভাবে তাদের অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারে, নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো তাদের বিস্তৃত কার্যক্রম চালাতে পারে। আমি স্পষ্ট করে বলছি, বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কারো পক্ষ নেবে না। বাংলাদেশের মানুষ ভোটের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পাবে, এটাই আমাদের চাওয়া। এ সময় রাষ্ট্রদূত হাস বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে উদ্ধৃত করে বলেন, আইনমন্ত্রী প্রতিশ্রæতি দিয়েছেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার যেন না করা হয়, সে বিষয়ে তারা দৃষ্টি রাখছেন। সাবেক রাষ্ট্রদূত তারিক এ করিম বলেন, বাংলাদেশ শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয় বিশ্বের মধ্যে অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি। বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন কারণ আমরা কী করছি, কোথায় অবস্থান করছি, এজন্যই। অর্থনৈতিকভাবে দুই দেশেরই সম্পর্ক ভালো হচ্ছে। কিন্তু দুই দেশের একসঙ্গে কাজ করার আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে।

সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবীর বলেন, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সবসময় দ্বিপক্ষীয়ভাবে সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে চেয়েছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু যোগ করতে চেয়েছে।

তারপরও দুই দেশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জলবায়ু সংকট মোকাবিলা, সন্ত্রাস দমন থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, দুর্যোগ মোকাবিলা ও শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বেশ কিছু সামরিক মহড়া দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, এর মধ্যে সমুদ্রসীমা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেনের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রোকসানা কিবরিয়া মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এতে আরো বক্তব্য রাখেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বৈদেশিক দূতাবাসের প্রতিনিধি, সাবেক কূটনীতিক, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরাও তাদের মতামত তুলে ধরেন।

পূর্বপশ্চিম, ২৪ এপ্রিল ২০২২

আগামী জাতীয় নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কারো পক্ষ নেবে না: রাষ্ট্রদূত
নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কারো পক্ষ নেবে না উল্লেখ করে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন, বাংলাদেশের জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে, কারা দেশকে নেতৃত্ব দেবে।

রবিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে (বিআইআইএসএস) বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অংশীদারি ও সহযোগিতা বাড়ানোর উপায় নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।
রোববার (২৪ এপ্রিল) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

মার্কিনরাষ্ট্রদূত বলেন, আমি আনন্দিত যে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন আগামী নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানানো হবে। আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন হওয়া মানে এটা যেদিন ভোট প্রদান করা হলো শুধু সেদিনের বিষয় নয়। আপনারা জানেন এরইমধ্যে বাংলাদেশে নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত ‘জিসোমিয়া’ ও ‘আকসা’ চুক্তি হলে উভয়পক্ষের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা হবে। তবে এই চুক্তি নিয়ে অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে। আমরা এই চুক্তির গ্রাউন্ড তৈরি করছি।

বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এই ধরনের চুক্তি রয়েছে বলে জানান পিটার হাস।

পিটার হাস বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভূরাজনৈতিক অবস্থানের জন্য বিশ্বে বাংলাদেশের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও অংশীদারত্বমূলক সম্পর্ক ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে।

তিনি বলেন, আইনমন্ত্রীর সঙ্গে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই আইনের দ্বারা কেউ যেন অযথা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্য তিনি আশ্বস্ত করেছেন।

সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রুখসানা কিবরিয়া, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন, সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির, তারিক এ করিম।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মাকসুদুর রহমান।

https://www.ppbd.news/national/236200আগামী-জাতীয়-নির্বাচনে-যুক্তরাষ্ট্র-কারো-পক্ষ-নেবে-না:-রাষ্ট্রদূত

ঢাকা টাইমস, ২৫ এপ্রিল ২০২২

আগামী নির্বাচনে যেকোনো দেশ পর্যবেক্ষক পাঠাতে পারবে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকাটাইমস

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেকোনো দেশ চাইলেই বাংলাদেশে তাদের পর্যবেক্ষক পাঠাতে পারবে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেছেন, 'বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আমরা স্বাগত জানাই।'

রবিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত 'বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক: সহযোগিতা বৃদ্ধি ও অংশীদারিত্বের দিকে অগ্রযাত্রা' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মন্ত্রী।

আব্দুল মোমেন বলেন, 'বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারের ভূমিকা পালন করছে।' মিয়ানমারের মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মানব নিরাপত্তা অবস্থা বিষয়ক জাতিসংঘ সাধারণ সম্মেলনের প্রস্তাবে সমর্থন ও প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রশাসন থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

মন্ত্রী বলেন, ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তিনি আশা করেন, এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও সকল দেশের সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একত্রে কাজ করে যাবে।

তিনি আরও বলেন, 'আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধা পেতে চাই। এই জিএসপি সুবিধা পেতে শ্রমমান উন্নয়নে কী করতে হবে, সেটা যুক্তরাষ্ট্র জানালে আমরা বাস্তবায়ন করবো।'

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। তিনি বলেন, ‘অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভূরাজনৈতিক অবস্থানের জন্য বিশ্বে বাংলাদেশের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে।’

সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রুখসানা কিবরিয়া, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন, সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির ও তারিক এ করিম।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মাকসুদুর রহমান।

দ্য ডেইলি স্টার, ২৪ এপ্রিল ২০২২

জবাবদিহিতা ছাড়া র‍্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সম্ভব না: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

স্টার অনলাইন রিপোর্ট

র‍্যাবের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের সুরাহায় সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ও বাহিনীটিকে জবাবদিহিতায় আনা ছাড়া নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

আজ রোববার রাজধানীতে এক সেমিনারে মার্কিন রাষ্ট্রদূত এ কথা বলেন। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে এই সেমিনার আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্রাটেজিক স্ট্যাডিজ (বিআইআইএসএস)।

পিটার হাস বলেন, 'আমরা র‍্যাবকে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় কার্যকর একটি বাহিনী হিসেবে দেখতে চাই। তবে তাদের মৌলিক মানবাধিকারও মেনে চলতে হবে।'

রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের আগে র‍্যাবের মহাপরিচালক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন সেমিনারে বক্তব্য রাখেন। যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় ২০১১ সালে র‍্যাব কীভাবে বাহিনীর সদস্যদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে অভ্যন্তরীণ তদন্ত সেল গঠন করে তার ব্যাপারে জানান।

তিনি বলেন, ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেটিভ ট্রেনিং অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় র‍্যাবের ১৪৭ জন জিজ্ঞাসাবাদ ও মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। স্বচ্ছতা ও মানবাধিকার সুরক্ষায় তাদেরকে র‍্যাবের সব জায়গায় নিয়োজিত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়াট্রি র‍্যাবকে বাংলাদেশের এফবিআই হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় র‍্যাব তখন থেকেই সাফল্য দেখিয়েছে। বাহিনীটির মধ্যে জবাবদিহিতা বাড়াতে আমাদের হয়ত আরও গভীরভাবে দৃষ্টি দিতে হবে।

পিটার হাস বলেন, র‍্যাবের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই নয় যে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ আইন প্রয়োগকারীদের পর্যায়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বন্ধ করে দেবে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদ দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে যাবে বলে জানান পিটার হাস।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সব ক্ষেত্রে ত্রুটিহীন নয়। আমাদের দেশেও পুলিশের জবাবদিহিতা নিয়ে সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার চেষ্টা চলছে। এ ধরনের অঙ্গীকারের জন্য আমরা বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোকেও আহ্বান জানাই।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখবে। নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ নেবে না। বাংলাদেশের একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আছে, যার মাধ্যমে জনগণ তাদের সরকারকে বেছে নিতে পারে।

সমকাল, ২৪ এপ্রিল ২০২২
বাংলাদেশের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ নেবে না: মার্কিন রাষ্ট্রদূত

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, প্রকাশ: ২৪ এপ্রিল ২২

ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস বলেছেন, একটা কথা পরিষ্কার করতে চাই। বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ নেবে না। খুব সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাশা করে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দেশের মানুষ নির্বাচনে অংশ নিয়ে তাদের পছন্দমত আগামী নেতৃত্ব নির্বাচন করবে।

তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও মূল্যবোধের বিকাশই যুক্তরাষ্ট্রের নীতি। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারকে গুরুত্ব দিচ্ছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের নিজের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য যে পুলিশের কাজের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একসঙ্গে কাজ করতে পারে। এই কাজের ক্ষেত্র আরও দৃঢ় ও বিস্তৃত হতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য বিশ্বে বাংলাদেশের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি প্রত্যাশা করেন।

রোববার বিকেলে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।

পিটার ডি হাস আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র মুক্ত ও অবাধ ইন্দো-প্যাসেফিক অঞ্চলের অগ্রগতিতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে প্রয়াস চালিয়ে যাবে।

একই সেমিনারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, যেকোনো দেশ চাইলেই আগামী জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।

‘বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক: সহযোগিতা বৃদ্ধি ও অংশীদারিত্বের দিকে অগ্রযাত্রা’ শিরোনামে আয়োজিত এই সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রোকসানা কিবরিয়া। আলোচনায় আরও অংশ নেন সাবেক নির্বাচন কমিশনার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ড. এম সাখাওয়াত হোসেন, সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির এবং তারিক এ করিম। সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ হোসেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মাকসুদুর রহমান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই সহযোগিতা আরও এগিয়ে যাবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র দুটি দেশই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমর্থন করে। যেকোনো দেশ চাইলে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারে, কোন সমস্যা নেই।

কালের কন্ঠ, ২৫ এপ্রিল ২০২২

আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত

আগামী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ নেবে না

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

২৫ এপ্রিল, ২০২২

আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান শুধু নির্বাচনের দিন ভোটদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কার্যত এরই মধ্যে নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে। সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য আবশ্যক হলো নাগরিকদের মত প্রকাশ, সাংবাদিকদের ভীতিহীন অনুসন্ধান এবং নাগরিক সমাজের ব্যাপক পরিসরে জনমত গঠনের সুযোগ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস গতকাল রবিবার ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে এক সেমিনারে এ কথা বলেন।

‘বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক : বর্ধিত সহযোগিতা ও অংশীদারির পথে অগ্রযাত্রা’ শীর্ষক ওই সেমিনারে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, ‘আমি সুস্পষ্ট জানাতে চাই, আসন্ন নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ বেছে নেবে না। আমরা শুধু এমন একটি প্রক্রিয়ার প্রত্যাশা করি, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে—কে দেশ চালাবে। ’

আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশ বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানাবে বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন কয়েক মাস আগে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাকে স্বাগত জানান রাষ্ট্রদূত। পিটার ডি হাসের গতকাল বক্তব্য দেওয়ার সময় সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন। রাষ্ট্রদূতের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে আগামী নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানানোর অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় যুক্তরাষ্ট্র এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তিনি মিয়ানমারের মুসলিম ও অন্য সংখ্যালঘুদের মানবনিরাপত্তা অবস্থাবিষয়ক জাতিসংঘ সাধারণ সম্মেলনের প্রস্তাবে সমর্থন ও প্রেসিডেন্ট বাইডেন প্রশাসন রোহিঙ্গা নিপীড়নকে ‘জেনোসাইড’ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানান।

মন্ত্রী বলেন, ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তিনি আশা করেন, এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং সব দেশের সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একত্রে কাজ করে যাবে।

এ মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে দেশটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য সুবিধা আমরা পেতে চাই। এই সুবিধা পেতে শ্রমমান উন্নয়নে কী করতে হবে, সেটা যুক্তরাষ্ট্র জানালে আমরা বাস্তবায়ন করব। ’ বঙ্গবন্ধুর ঘাতক রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত পাঠানোর দাবিও তিনি তুলে ধরেন।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুন মোড় নিচ্ছে

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘গত ৫০ বছরে আমরা আমাদের সংস্কৃতি, জনগণ ও আমাদের অর্থনীতিকে সম্পৃক্ত করে একসঙ্গে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরি করেছি। আমাদের সম্পর্ককে বাংলাদেশ যত দ্রুত প্রসারিত ও গভীর করতে চাইবে, যুক্তরাষ্ট্রও তত দ্রুত এগিয়ে যেতে প্রস্তুত।

রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ করলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে পরিবর্তন আসবে। কারণটা সহজ, বাংলাদেশ বদলে গেছে। ’ রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশের অগ্রগতির

উদাহরণ দেন। তিনি বলেন, সম্পর্ক বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংলাপও প্রসারিত হয়। আগামী সপ্তাহগুলোতে প্রতিরক্ষা সংলাপ এবং উচ্চ পর্যায়ের অর্থনৈতিক মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হবে।

সম্পর্ক বৃদ্ধির তিন খাত

নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক—এই তিনটিকে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বৃদ্ধির উপযুক্ত খাত হিসেবে উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত। তিনি নিরাপত্তা সহযোগিতা বৃদ্ধি, যৌথ মহড়া ও অনুশীলন এবং 'জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট (জিসোমিয়া)' ও 'অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ক্রস সার্ভিং অ্যাগ্রিমেন্ট (আকসা)' স্বাক্ষরে জোর দেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, জিসোমিয়ার আওতায় সামরিক ক্রয়সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য আদান-প্রদানের মূলনীতি নির্ধারিত হবে। এই রূপরেখা বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর 'অভীষ্ট ২০৩০' অর্জনে অবদান রাখবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তির সহায়তায় বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন ত্বরান্বিত হবে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, আকসার আওতায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী আন্তর্জাতিক জলসীমায় একে অন্যকে সহায়তা দিতে পারবে এবং বিমান, যানবাহন বা নৌযান কোনো সমস্যায় পড়লে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বা খুচরা যন্ত্রাংশ ধার দিতে পারবে কিংবা শুধু জ্বালানি ও খাদ্য বিনিময়ে সক্ষম হবে। ২০২০ সালে বিস্ফোরণের পর বৈরুত বন্দরে জাহাজ আটকে পড়া অথবা বঙ্গোপসাগরে যৌথ মানবিক ত্রাণ কার্যক্রম চলাকালে নিরাপত্তা ও যৌথ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টিতে আকসার প্রভাব আছে।

বাংলাদেশ-চীন চুক্তি নিয়ে তুলনা

পিটার ডি হাস বলেন, জিসোমিয়া ও আকসা সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। এগুলো কারিগরি চুক্তি। এগুলো জোট বা সামরিক চুক্তির পর্যায়ভুক্ত নয় কিংবা এগুলো কোনো বিস্তৃত ও অস্পষ্ট প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তিও নয়; যেমনটা ২০০২ সালে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছিল চীনের সঙ্গে।

হাস বলেন, 'এগুলো কেবল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরির উপাদান হিসেবে এবং আপনাদের নিজ প্রতিরক্ষা অভীষ্টকে এগিয়ে নিতে আপনাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা করবে। এ ছাড়া এগুলো প্রচলিত বিষয়। ৭০টিরও বেশি দেশ আমাদের সঙ্গে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। '

ইন্টারনেট ব্যবহার সংক্রান্ত সম্ভাব্য আইন নিয়ে বার্তা

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার রোধে এ আইন সংস্কারে আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের সাম্প্রতিক প্রতিশ্রুতিকেও স্বাগত জানান। তিনি বলেন, 'মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বড় অর্থনীতির দেশগুলোর সঙ্গে সমান তালে প্রতিযোগিতা করবে। মেধাস্বত্ব অধিকার, সরবরাহব্যবস্থার সক্ষমতা, মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবসা পরিবেশের মতো বিষয়গুলো আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বাংলাদেশ যেভাবে ইন্টারনেট কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে সেটি বিদেশি বিনিয়োগ ও বিভিন্ন কম্পানির বাংলাদেশে ব্যবসা করার আগ্রহকেও প্রভাবিত করবে। '

রাষ্ট্রদূত বলেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, শ্রম অধিকার না থাকায় যেমন বাংলাদেশ জেনারেলাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স (জিএসপি) বাণিজ্য সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হয়নি, ঠিক একই কারণে ডিএফসিও বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ। ' রাষ্ট্রদূত জানান, এই গ্রীষ্মে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তর থেকে একজন পূর্ণকালীন অ্যাটাশেকে বাংলাদেশে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ—দুটিই আছে

এর আগে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের বিভিন্ন সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রোকসানা কিবরিয়া, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন ও সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বক্তব্য দেন।

সাবেক রাষ্ট্রদূত তারিক এ করিমের সঞ্চালনায় উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা, মানববিধ্বংসী অস্ত্র খোঁজার নামে ইরাকে মার্কিন বাহিনীর অভিযানের প্রসঙ্গ আসে। বিআইআইএসএস চেয়ারম্যান কাজী ইমতিয়াজ আহমেদ ও মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাকসুদুর রহমানও অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

কালের কন্ঠ, ২৫ এপ্রিল ২০২২

অনুষ্ঠানে মহাপরিচালক

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে চায় র‍্যাব

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

২৫ এপ্রিল, ২০২২

সন্ত্রাস, উগ্রবাদ, মানবপাচার মোকাবেলাসহ অর্পিত দায়িত্ব পালনে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা চেয়েছেন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) মহাপরিচালক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন।

গতকাল রবিবার বিকেলে ঢাকায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ বিআইআইএসএস) মিলনায়তনে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠানে র‍্যাবের মহাপরিচালক এ সহযোগিতা চান। অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন প্রধান অতিথি ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস।

মুক্ত আলোচনায় র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, ‘র‍্যাব যুক্তরাষ্ট্র থেকে উল্লেখযোগ্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে। প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সহযোগিতা পেয়েছে, বিশেষ করে আমরা যুক্তরাষ্ট্র থেকে হেলিকপ্টার সংগ্রহ করেছি। সেই হেলিকপ্টারগুলো র‍্যাবের অভিযান ও মানবিক সহায়তা কাজে ব্যবহার করা হয়। বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। ’

র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের প্রশিক্ষণের ফলে আমরা সফলভাবে সন্ত্রাস, ধর্মীয় উগ্রবাদ, মানবপাচার মোকাবেলা ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতে পেরেছি। আমরা মূলত সন্ত্রাস ও মাদক মোকাবেলায় কাজ করি। এগুলো যুক্তরাষ্ট্রেরও অগ্রাধিকার। ’

মহাপরিচালক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘মানবাধিকার সুরক্ষা এবং ভবিষ্যতে এই এলিট ফোর্সের কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য আমরা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় উন্নীত করতে চাই। নিরাপদ ও সুরক্ষিত সমাজের জন্য এটি প্রয়োজন। ’

র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, ‘আমরা ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে এবং সম্পৃক্ত থাকতে চাই। আমাদের এই সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। তারা আগে আমাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আবারও সম্পৃক্ত হতে চাই। ’

চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, র‍্যাব ও যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের মধ্যেও সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক ফৌজদারি তদন্ত প্রশিক্ষণ সহযোগিতা কর্মসূচির (ইসিট্যাপ) আওতায় র‍্যাব সদর দপ্তরে অভ্যন্তরীণ তদন্ত সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি জানান, র‍্যাব সদস্যদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের উদ্যোগে মার্কিন ইসিট্যাপ কর্মকর্তারা তদন্ত ও মানবাধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

যেমন র‍্যাব চায় যুক্তরাষ্ট্র

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেওয়ার সময় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস বলেন, ‘আমি সতভাবে বলতে চাই, সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও জবাবদিহি ছাড়া র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ নেই। আমরা এমন একটি র‍্যাব চাই, যারা সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে যেমন কঠোর থাকবে, তেমনি কঠোর থাকবে মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি সম্মান বজায় রাখতে। ’

রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘র‍্যাবের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মানে এই নয় যে, আমরা জোরদার আইন প্রয়োগ বিষয়ে আমাদের এরই মধ্যে স্থাপিত শক্তিশালী নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়াতে পারব না। আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে যাব। ’

রাষ্ট্রদূত হাস বলেন, সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন পুলিশ, সন্ত্রাসবাদবিরোধী ইউনিট এবং চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিটগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

Bangla News 24.com,২৪ এপ্রিল ২০২২

জবাবদিহি ছাড়া র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সুযোগ নেই: পিটার হাস
ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
এপ্রিল ২৪, ২০২২

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন, সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও জবাবদিহি ছাড়া র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ নেই।

রোববার (২৪ এপ্রিল) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

‘বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক: সহযোগিতা বৃদ্ধি ও অংশীদারত্বের দিকে অগ্রযাত্রা’ শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে বিআইআইএসএস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

সেমিনারে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, আইন প্রয়োগ বিষয়ে আমি সৎভাবে বলতে চাই— আমরা এমন একটি র‍্যাব চাই, যারা সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে যেমন কঠোর থাকবে তেমনি কঠোর থাকবে মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি সম্মান বজায় রাখতে। কিন্তু র‍্যাবের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মানে এই নয় যে, আমরা জোরদার আইন প্রয়োগ বিষয়ে আমাদের ইতোমধ্যে স্থাপিত শক্তিশালী নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়াতে পারবো না। আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে আমরা বাংলাদেশের সাথে কাজ করে যাবো।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদ দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ দমনে পুলিশ, সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী ইউনিট এবং চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিটগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রুখসানা কিবরিয়া, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন, সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির, তারিক এ করিম।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মাকসুদুর রহমান।

গত বছরের ডিসেম্বরে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং এই বাহিনীর সাবেক ও বর্তমান ছয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে আসছে বাংলাদেশ সরকার।

বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ২৪ এপ্রিল ২০২২

বাংলাদেশের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কারো পক্ষ নেবে না: পিটার হাস
ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
আপডেট: এপ্রিল ২৪, ২০২২

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন, বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কারো পক্ষ নেবে না। বাংলাদেশের জনগণই সিদ্ধান্ত নেবে, কারা দেশকে নেতৃত্ব দেবে।

রোববার (২৪ এপ্রিল) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

‘বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক: সহযোগিতা বৃদ্ধি ও অংশীদারত্বের দিকে অগ্রযাত্রা’ শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে বিআইআইএসএস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত ‘জিসোমিয়া’ ও ‘আকসা’ চুক্তি হলে উভয়পক্ষের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা হবে। তবে এই চুক্তি নিয়ে অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে। আমরা এই চুক্তির গ্রাউন্ড তৈরি করছি।

বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এই ধরনের চুক্তি রয়েছে বলে জানান পিটার হাস।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভূরাজনৈতিক অবস্থানের জন্য বিশ্বে বাংলাদেশের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও অংশীদারত্বমূলক সম্পর্ক ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে।

তিনি বলেন, আইনমন্ত্রীর সঙ্গে ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই আইনের দ্বারা কেউ যেন অযথা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্য তিনি আশ্বস্ত করেছেন।

সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রুখসানা কিবরিয়া, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন, সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির, তারিক এ করিম।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মাকসুদুর রহমান।

জাতীয় নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানাই: ড. মোমেন

ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম
আপডেট: এপ্রিল ২৪, ২০২২

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড এ কে .আব্দুল মোমেন বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আমরা স্বাগত জানাই। যেকোনো দেশ চাইলেই এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

রোববার (২৪ এপ্রিল) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

‘বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক: সহযোগিতা বৃদ্ধি ও অংশীদারিত্বের দিকে অগ্রযাত্রা’ শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে বিআইআইএসএস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

সেমিনারে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারের ভূমিকা পালন করছে। তিনি মিয়ানমারের মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মানব নিরাপত্তা অবস্থা বিষয়ক জাতিসংঘ সাধারণ সম্মেলনের প্রস্তাবে সমর্থন ও প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রশাসন থেকে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তিনি আশা করেন, এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও সকল দেশের সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একত্রে কাজ করে যাবেন।

তিনি আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধা আমরা পেতে চাই। এই জিএসপি সুবিধা পেতে শ্রমমান উন্নয়নে কী করতে হবে, সেটা যুক্তরাষ্ট্র জানালে আমরা বাস্তবায়ন করবো।

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ভূরাজনৈতিক অবস্থানের জন্য বিশ্বে বাংলাদেশের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা ও অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন।

সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রুখসানা কিবরিয়া, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন, সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির, তারিক এ করিম।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মাকসুদুর রহমান।

বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৪ এপ্রিল ২০২২

জবাবদিহি ছাড়া র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সুযোগ নেই : মার্কিন রাষ্ট্রদূত

অনলাইন ডেস্ক

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেছেন, সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও জবাবদিহি ছাড়া র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ নেই।

রবিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

‘বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক: সহযোগিতা বৃদ্ধি ও অংশীদারত্বের দিকে অগ্রযাত্রা’ শীর্ষক এক সেমিনারের আয়োজন করে বিআইআইএসএস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

সেমিনারে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, আইন প্রয়োগ বিষয়ে আমি সৎভাবে বলতে চাই- আমরা এমন একটি র‍্যাব চাই, যারা সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে যেমন কঠোর থাকবে তেমনি কঠোর থাকবে মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি সম্মান বজায় রাখতে। কিন্তু র‍্যাবের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মানে এই নয় যে, আমরা জোরদার আইন প্রয়োগ বিষয়ে আমাদের ইতোমধ্যে স্থাপিত শক্তিশালী নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়াতে পারবো না। আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে আমরা বাংলাদেশের সাথে কাজ করে যাবো।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদ দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ দমনে পুলিশ, সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী ইউনিট এবং চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিটগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।

সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রুখসানা কিবরিয়া, সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন, সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির, তারিক এ করিম।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বিআইআইএসএসের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন বিআইআইএসএসের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাকসুদুর রহমান।

গত বছরের ডিসেম্বরে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে বাংলাদেশের র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং এই বাহিনীর সাবেক ও বর্তমান ছয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে আসছে বাংলাদেশ সরকার।

বণিক বার্তা, ২৪ এপ্রিল ২০২২

সেমিনারে মার্কিন রাষ্ট্রদূত

জবাবদিহিতা ছাড়া র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সুযোগ নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক

এপ্রিল ২৪, ২০২২

সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও জবাবদিহিতা ছাড়া র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ নেই। যুক্তরাষ্ট্র চায়, র‍্যাব এমন একটি বাহিনী হবে যেটি সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে যেমন কঠোর থাকবে তেমনি মানবাধিকারের প্রতি সম্মান বজায় রাখবে।

আজ রোববার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে (বিআইআইএসএস) আয়োজিত এক সেমিনারে এসব কথা বলেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। ‘বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক : বর্ধিত সহযোগিতা ও অগ্রসর অংশীদারিত্ব’ শীর্ষক এ সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

অভিযোগের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া না হলে এবং সদস্যদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা না গেলে র‍্যাবের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেন পিটার ডি হাস। তিনি বলেন, এ নিষেধাজ্ঞা থাকলেও আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে যাব।

Dhaka Post, ২৪ এপ্রিল ২০২২

জবাবদিহিতা ছাড়া র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সুযোগ নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক

২৪ এপ্রিল ২০২২

সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ছাড়া র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস।

রোববার (২৪ এপ্রিল) রাজধানীর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে (বিআইআইএসএস) 'বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক : বর্ধিত সহযোগিতা ও অগ্রসর অংশীদারিত্ব' শীর্ষক এক সেমিনারে অংশ নিয়ে এ কথা বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত।

রাষ্ট্রদূত বলেন, আইন প্রয়োগ বিষয়ে আমি সৎভাবে বলতে চাই, সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ছাড়া র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ নেই। আমরা এমন একটি র‍্যাব চাই, যারা সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে যেমন কঠোর থাকবে তেমনি কঠোর থাকবে মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি সম্মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে।

পিটার হাস বলেন, র‍্যাবের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মানে এই নয় যে, আমরা জোরদার আইন প্রয়োগ বিষয়ে শক্তিশালী নিরাপত্তা সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারব না। আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে যাব।

সন্ত্রাসবাদ দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ দমনে পুলিশ, সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী ইউনিট এবং চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিটগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে বলে জানান হাস।

নিরাপত্তা ইস্যুতে ঢাকার সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক আরও বাড়াতে চায় ওয়াশিংটন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সঙ্গে দুটি বিশেষায়িত প্রস্তাবিত প্রতিরক্ষা চুক্তি— জিসোমিয়া (জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট) ও আকসা (অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ক্রস-সার্ভিসিং অ্যাগ্রিমেন্ট) সম্পন্ন করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, আমরা আমাদের নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়াতে পারি। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমরা সম্পৃক্ত। আমরা বেশ কয়েকটি বার্ষিক অনুশীলন পরিচালনা করি। দুদেশের নিজ নিজ বিশেষ অপারেশন বাহিনী বর্তমানে টাইগার শার্ক নামে একটি যৌথ মহড়া পরিচালনা করছে। আমরা অন্যান্য সমমনা পরস্পর-সহযোগী দেশগুলোর সমন্বয়ে এসব সহযোগিতা কার্যক্রম জোরদার করতে পারি।

পিটার হাস বলেন, আমরা দুটি মৌলিক তথা ভিত্তিমূলক চুক্তিতেও যেতে পারি। যার একটি জিসোমিয়া, এর আওতায় সামরিক ক্রয় সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য আদান-প্রদানের মূলনীতি নির্ধারিত হবে। এ রূপরেখা বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী অভীষ্ট ২০৩০ অর্জনে অবদান রাখবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তির সহায়তায় বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন ত্বরান্বিত হবে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, আরেকটি চুক্তি আকসা। এর আওতায় আমাদের সামরিক বাহিনী আন্তর্জাতিক জলসীমায় একে অপরকে সহায়তা দিতে পারবে এবং বিমান, যানবাহন বা নৌ-যান যেকোনো সমস্যায় পড়লে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বা খুচরা যন্ত্রাংশ ধার দিতে পারবে; কিংবা শুধু জ্বালানি ও খাদ্য বিনিময়ে সক্ষম হবে।

জিসোমিয়া ও আকসা সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে উল্লেখ করে পিটার বলেন, এগুলো কারিগরি চুক্তি। এগুলো জোট বা সামরিক চুক্তির আওতাভুক্ত নয়, কিংবা এগুলো কোনো বিস্তৃত ও অস্পষ্ট প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তিও নয়। এগুলো কেবল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরির উপাদান হিসেবে সহায়তা করবে।

৭০টিরও বেশি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিতে সই করেছে বলে জানান রাষ্ট্রদূত। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত চুক্তিপত্র সইয়ের মাধ্যমে সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বেগবান হবে এবং নতুন সরঞ্জাম অনুদান প্রদান ত্বরান্বিত হবে।

গত ৬ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রে ঢাকা ও ওয়াশিংটনের অষ্টম নিরাপত্তা সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সংলাপে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা করতে আগ্রহ প্রকাশ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি উভয়পক্ষ জিসোমিয়া ও আকসা চুক্তি নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করে।

সংলাপে ঢাকার পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেন। অন্যদিকে ওয়াশিংটনের পক্ষে নেতৃত্ব দেন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তাবিষয়ক মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি বনি জেনকিন্স।

ইনকিলাব, ২৫ এপ্রিল ২০২২

সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও জবাবদিহিতা ছাড়া র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সুযোগ নেই

দেশ কে চালাবে ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ সেমিনারে মার্কিন রাষ্ট্রদূত

স্টাফ রিপোর্টার | প্রকাশের সময় এপ্রিল ২৫ :, ২০২২

বাংলাদেশ সরকারের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও জবাবদিহিতা ছাড়া র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ওপর আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোন সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। একইসাথে আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ বেছে নেবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি। বরং যুক্তরাষ্ট্র শুধু এমন একটি নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রত্যাশা করে যার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে যে, কে দেশ চালাবে। গতকাল রোববার রাজধানীর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজে (বিআইআইএসএস) আয়োজিত 'বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক : বর্ধিত সহযোগিতা ও অগ্রসর অংশীদারিত্ব' শীর্ষক এক সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে পিটার হাস বলেন, আমি সৎভাবে বলতে চাই। সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও জবাবদিহিতা ছাড়া র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোন সুযোগ নেই। আমরা এমন একটি র‍্যাব চাই যারা সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে যেমন কঠোর থাকবে তেমনি কঠোর থাকবে মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি সম্মান বজায় রাখতে। কিন্তু র‍্যাবের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মানে এই নয় যে, আমরা জোরদার আইন প্রয়োগ বিষয়ে আমাদের ইতোমধ্যে স্থাপিত শক্তিশালী নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়াতে পারবো না। আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে আমরা বাংলাদেশের সাথে কাজ করে যাবো। তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদ দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন পুলিশ, সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী ইউনিট এবং চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিটগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে।প্রস্তাবিত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ কার্যক্রমগুলো বেগবান হবে এবং পুলিশকে নতুন সাজ-সরঞ্জাম অনুদান প্রদান ত্বরান্বিত হবে।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিষয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার উৎসাহিতকরণ যেখানে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি। যুক্তরাষ্ট্র নিখুঁত নয়। আমরা আমাদের নিজেদের গণতান্ত্রিক নবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করেছি। এই যাত্রার মধ্যে রয়েছে পুলিশের জবাবদিহিতা বিষয়ে আমাদের নিজস্ব সমস্যা নিরসন এবং নির্বাচনের দিনে সমস্ত আমেরিকান যেন ভোট দিতে পারে সেটা নিশ্চিত করা। সেইসাথে আমরা সারা বিশ্বের দেশগুলোকেও তাদের গণতন্ত্রকে জোরদার করতে একই ধরনের অঙ্গীকার গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত বলেন, আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান শুধু নির্বাচনের দিন ভোটদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কার্যত, ইতোমধ্যেই নির্বাচন শুরু হয়ে গেছে। সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের জন্য আবশ্যক হলো নাগরিকদের মতামত প্রকাশ, সাংবাদিকদের ভীতিহীন অনুসন্ধান এবং সুশীল সমাজের ব্যাপক পরিসরে জনমত গঠনের সুযোগ নিশ্চিত করা। আমি সুস্পষ্ট করতে চাই যে: আসন্ন নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কোনো পক্ষ বেছে নেবে না। আমরা শুধু এমন একটি প্রক্রিয়ার প্রত্যাশা করি যার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, কে দেশ চালাবে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে যুক্তরাষ্ট্র পদক্ষেপ গ্রহণে প্রস্তুত জানিয়ে পিটার হাস বলেন, আগামী মাসে আমি যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির উদ্বোধনী সফরকে স্বাগত জানাবো। আমাদের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক বৃদ্ধিতে আমরা যে গুরুত্ব দিয়েছি তার অন্যতম প্রমাণ এই পদক্ষেপ।

মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বড় অর্থনীতির দেশগুলোর সাথে সমান তালে প্রতিযোগিতা করবে। মেধাস্বত্ব অধিকার, সরবরাহ ব্যবস্থার সক্ষমতা, মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবসা পরিবেশের মতো বিষয়গুলো আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। বাংলাদেশ যেভাবে ইন্টারনেট কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে সেটা বিদেশী বিনিয়োগ ও বিভিন্ন কোম্পানির বাংলাদেশে ব্যবসা করার আগ্রহকেও প্রভাবিত করবে। এছাড়া আরো অনেক সুযোগ আছে যার সদ্ব্যবহার আমরা করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, নতুন প্রতিষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (বা ডিএফসি)-এর দক্ষিণ এশিয়া ব্যাপী দূষণমুক্ত জ্বালানি, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা ও ব্যাঙ্কিংসহ বিভিন্ন খাতে ৪ বিলিয়ন ডলারের সক্রিয় অর্থায়ন রয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, শ্রম অধিকার না থাকায় যেমন বাংলাদেশ জেনারেলাইজড সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স (জিএসপি) বাণিজ্য সুবিধা পাবার যোগ্য হয়নি, ঠিক একই কারণে ডিএফসিও বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় অপারগ।

পিটার হাস বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে লক্ষ্যভিত্তিক উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমেসহ শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দানে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক কারখানা শ্রমিকদের কর্মপরিস্থিতি উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহায়তা দানের মাধ্যমে তাদের সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের স্বাধীনতাকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করে থাকি। আগামী বছর আমরা ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার থেকে একজন নতুন অ্যাটাশেকে স্বাগত জানাবো, যার মাধ্যমে এখানে আমাদের সমন্বয় জোরদার হবে। স্বচ্ছ ব্যবসায়িক পরিবেশ উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ বা আইএলও পথনকশায় নির্ধারিত সময়সীমা পূরণের মতো কঠিন কাজ আমরা করতে পারি না। এসব পদক্ষেপ নির্ভর করছে বাংলাদেশের ওপর। তবে আমরা এই প্রক্রিয়া অনুসরণে সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, আমাদের দুটি দেশ গত ৫০ বছরে একসাথে একটি শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলেছে। আমাদের দুদেশের মানুষে মানুষে বন্ধন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী। বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় পছন্দ করে এবং তাঁরা বিদেশী শিক্ষার্থী জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ১৪তম এবং তাঁদের সংখ্যা দ্রুততম হারে বাড়ছে। প্রাণচঞ্চল বহুদেশীয় জনগোষ্ঠী ও শক্তিশালী ব্যবসায়িক সংযোগ আমাদেরকে নিবিড়ভাবে পরস্পর যুক্ত রাখে। এখন যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। আমাদের অংশীদারিত্ব জোরদার করতে এবং আমাদের সম্পর্কের বিশাল সম্ভাবনা বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয় ভূমিকা নিতে প্রস্তুত। আমরা আপনাদের গতির সাথে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে পিটার হাস বলেন, গত ৫০ বছরে আমরা আমাদের সংস্কৃতি, জনগণ ও আমাদের অর্থনীতিকে সম্পৃক্ত করে একসাথে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরি করেছি। তাছাড়া আমাদের সম্পর্ককে বাংলাদেশ যত দ্রুত প্রসারিত ও গভীর করতে চাইবে, যুক্তরাষ্ট্রও তত দ্রুত এগিয়ে যেতে প্রস্তুত। তবে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পরিবর্তন আসবে। কারণটা সহজ: বদলে গেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এখন ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর একটি। আপনারা স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা উত্তীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং মধ্যম আয়ের মর্যাদা অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই পরিবর্তন এক গতিশীল নতুন সম্পর্ক নির্দেশ করে। সহজ কথায়, বড় বড় অর্থনীতি ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নেতৃত্বশীল দেশগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্র কূটনীতি পরিচালনা করে ভিন্নভাবে। সম্পর্ক বাড়ার সাথে সাথে সংলাপও প্রসারিত হয়। আমাদের দুদেশের সরকার সম্প্রতি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ করেছে- অংশীদারিত্ব সংলাপ, দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা সংলাপ এবং ওয়াশিংটনে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ। আগামী সপ্তাহগুলোতে আমরা আরো দুটি সংলাপ আয়োজন করবো: দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সংলাপ এবং উচ্চ-পর্যায়ের অর্থনৈতিক মত-বিনিময়। এ ধরনের সংলাপের মাধ্যমে আমাদের সম্পর্ক বিকশিত ও জোরদার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং আরো অনেক নতুন সুযোগ উন্মোচিত হবে। তবে আমাদের নিজ নিজ সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, শুধু কথায় আটকে না থেকে কীভাবে

সেগুলোকে কাজে পরিণত করা সম্ভব। আমি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত তিনটি ক্ষেত্রে আলোকপাত করতে চাই: নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক।

নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমরা সহসাথী হিসেবে সম্পৃক্ত। আমরা বেশ কয়েকটি বার্ষিক অনুশীলন পরিচালনা করি। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দুদেশের নিজ নিজ বিশেষ অপারেশন বাহিনী বর্তমানে টাইগার শার্ক নামে একটি যৌথ মহড়া পরিচালনা করছে। আমরা অন্যান্য সমমনা পরস্পর-সহযোগী দেশগুলোর সমন্বয়ে এসব সম্পৃক্ততাকে আরো জোরদার করতে পারি। আমরা দুটি মৌলিক তথা ভিত্তিমূলক চুক্তিতেও যেতে পারি। জেনারেল সিকিউরিটি অফ মিলিটারি ইনফরমেশন এগ্রিমেন্ট যার আওতায় সামরিক ক্রয় সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য আদান-প্রদানের মূলনীতি নির্ধারিত হবে। এই রূপরেখাটি বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী অভীষ্ট ২০৩০ অর্জনে অবদান রাখবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তির সহায়তায় বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন ত্বরান্বিত হবে। অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ক্রস সার্ভিং এগ্রিমেন্ট এর আওতায় আমাদের সামরিক বাহিনী আন্তর্জাতিক জলসীমায় একে অপরকে সহায়তা দিতে পারবে এবং বিমান, যানবাহন বা নৌযান কোন সমস্যায় পড়লে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বা খুচরা যন্ত্রাংশ ধার দিতে পারবে, কিংবা শুধু জ্বালানি ও খাদ্য বিনিময়ে সক্ষম হবে। ২০২০ সালে বিস্ফোরণের পর বৈরুত বন্দরে জাহাজ আটকে পড়া অথবা বঙ্গোপসাগরে যৌথ মানবিক ত্রাণ কার্যক্রম চলাকালে নিরাপত্তা ও যৌথ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টিতে এই এসিএসএ'র একটি প্রায়োগিক প্রভাব রয়েছে। তিনি আরো বলেন, জিসোমিয়া ও এসিএসএ সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। এগুলো কারিগরি চুক্তি। এগুলো "জোট" বা "সামরিক চুক্তি"র পর্যায়ভুক্ত নয়। কিংবা এগুলো কোন বিস্তৃত ও অস্পষ্ট প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তিও নয় যেমনটা ২০০২ সালে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছিল চীনের সাথে। এগুলো কেবল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরির উপাদান হিসেবে এবং আপনাদের নিজ প্রতিরক্ষা অভীষ্টকে এগিয়ে নিতে আপনাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা করবে। তাছাড়া এগুলো প্রচলিত বিষয়। ৭০টিরও বেশি দেশ আমাদের সাথে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।####

মানবজমিন, ২৫ এপ্রিল ২০২২

র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সুযোগ নেই

ভোটের মাধ্যমে মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র
কূটনৈতিক রিপোর্টার

বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্র কারও পক্ষ নেবে না বলে সাফ জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। রোববার রাজধানীর ইস্কাটনস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ মিলনায়তনে (বিস)'বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কবর্ধিত সহযোগিতা ও অগ্রসর অংশীদারিত্ব :' শীর্ষক এক সেমিনারে অংশ নিয়ে নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত কানাঘুষা এভাবেই নাকচ করেন রাষ্ট্রদূত। পিটার হাস র‍্যাবের ওপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের তোড়জোড় প্রসঙ্গেও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান স্পষ্ট করেন। বলেন, র‍্যাবের বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে অভিযোগ রয়েছে তার সুরাহায় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ এবং বাহিনীর সদস্যদের জবাবদিহি নিশ্চিত না হলে কোনো অবস্থাতেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হবে না। তবে তিনি বলেন, র‍্যাব এখন যেভাবে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা করছে, সেইভাবে বাহিনীটিকে কার্যকর দেখতে চান তারা। তবে তাদের মৌলিক মানবাধিকারও মেনে চলতে হবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে জোরালো নিরাপত্তা সহযোগিতা রয়েছে। র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা এই সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদ দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে যাবে বলে জানান পিটার হাস। ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডএকে আব্দুল মোমেন। আর . বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকায় নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। বিশ্বের দেশে দেশে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে বাইডেন প্রশাসনের সর্বাত্মক সহায়তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে মার্কিন দূত বলেন, 'একটি বিষয় স্পষ্ট করতে চাই; বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কারও প্রতি আমাদের বিশেষ পছন্দ নেই। আমাদের (কোনো দল বা জোট) প্রত্যাশা খুবই সাধারণ, আমরা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিজয় চাই। যেখানে বাংলাদেশের মানুষ মুক্তভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে এবং ভোটের ফলাফলে তাদের মতের সত্যিকারের প্রতিফলন ঘটবে। জনরায়েই ঠিক হবে কারা পরবর্তীতে বাংলাদেশ পরিচালনা করবে।' রাষ্ট্রদূত পিটার বলেন, আমি আনন্দিত যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডএকে আব্দুল মোমেন . বলেছেন; আগামী নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানানো হবে। আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন হওয়া মানে শুধু ভোটের দিনের বিষয় নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। দেশে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে উল্লেখ করে পিটার হাস বলেন, গণতন্ত্রে জনগণের সম্পৃক্ততা জরুরি। গণমাধ্যম যেন স্বাধীনভাবে তাদের অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারে এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা যেন এ নিয়ে বিস্তৃত কার্যক্রম চালাতে পারেন সেই দাবিও করেন তিনি। এ সময় রাষ্ট্রদূত হাস আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আইনমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার বন্ধের। আমরা তার কথায় আস্থা রাখতে চাই। এ বিষয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ অব্যাহত থাকবে।

সেমিনারে পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ অন্যরা যা বললেনএর সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে -হাইব্রিড ফর্মেটে অনুষ্ঠিত বিস - একে আব্দুল মোমেন বলেন .পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড, বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারের ভূমিকা পালন করছে। তিনি মিয়ানমারের মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মানবনিরাপত্তা অবস্থা বিষয়ক জাতিসংঘ সাধারণ সম্মেলনের প্রস্তাবে সমর্থন দেয়ার জন্য ও সমপ্রতি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রশাসন কর্তৃক রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যায় স্বীকৃতি দেয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানান। মন্ত্রী মোমেন আরও বলেন, ইন্দোপ্যাসিফিক স্ট্রাটেজি - এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও সকল দেশের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একত্রে কাজ করে যাবে। অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে বিস চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেন বলেন, বাংলাদেশমার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে-, যার ভিত্তি ছিল পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস। নিরেট ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা এই সম্পর্ক সামনের দিনে নিঃসন্দেহে একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়। তিনি ২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায়, বিশেষত তাদের মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সহযোগিতা করায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানান। তিনি মিয়ানমার পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এবং সেখানে

রোহিঙ্গাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের আরও জোরদার সহযোগিতা কামনা করেন। বিস চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত কাজী ইমতিয়াজ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান ওএসপি, বিএসপি, পিএসসি। তিনি বলেন, ১৯৭২ সালের ৪ঠা এপ্রিল থেকে বাংলাদেশযুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে বিবর্তিত হয়ে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। বাণিজ্য-, জ্বালানি সহযোগিতা, অবকাঠামো উন্নয়ন, মানবসম্পদ, নিরাপত্তা সহযোগিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমাদের এ সম্পর্ক দিনে দিনে কেবলই বিস্তৃত এবং গভীর হচ্ছে। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রোকসানা কিবরিয়া, সাবেক নির্বাচন কমিশনার, নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত .ড (অবসরপ্রাপ্ত) হোসেন, বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবীর, সেন্টার ফর বে অব বেঙ্গল স্টাডিজের পরিচালক রাষ্ট্রদূত তারিক একরিম। সেমিনারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা ., শিক্ষাবিদ, কূটনীতিক, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন এবং তাদের মতামত তুলে ধরেন।

যুক্তরাষ্ট্রসেমিনারে দেয়া দীর্ঘ বক্তব্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন :বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুন মোড় নিচ্ছে-, ৫০ বছরে আমরা আমাদের সংস্কৃতি, জনগণ ও আমাদের অর্থনীতিকে সম্পৃক্ত করে একসঙ্গে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরি করেছি। তাছাড়া আমাদের সম্পর্ককে বাংলাদেশ যত দ্রুত প্রসারিত ও গভীর করতে চাইবে, যুক্তরাষ্ট্রও তত দ্রুত এগিয়ে যেতে প্রস্তুত। তবে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে পরিবর্তন আসবে।

কারণটা সহজ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ এখন ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতিগুলোর - একটি। আপনারা স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা উত্তীর্ণ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং মধ্যম আয়ের মর্যাদা অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই পরিবর্তনএক গতিশীল নতুন সম্পর্ক নির্দেশ করে। সহজ কথায়, বড় বড় অর্থনীতি ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নেতৃত্বশীল দেশগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র কূটনীতি পরিচালনা করে ভিন্নভাবে। সম্পর্ক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংলাপও প্রসারিত হয়। আমাদের দু'দেশের সরকার সমপ্রতি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ করেছেঅংশীদারিত্ব সংলাপ -, দ্বিপক্ষীয় নিরাপত্তা সংলাপ এবং ওয়াশিংটনে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংলাপ। আগামী সপ্তাহগুলোতে আমরা আরও দুটি সংলাপ আয়োজন করবো : পর্যায়ের অর্থনৈতিক মতবিনিময়। এ ধরনের সংলাপের মাধ্যমে আমাদের সম্পর্ক -দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সংলাপ এবং উচ্চ বিকশিত ও জোরদার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং আরও অনেক নতুন সুযোগ উন্মোচিত হবে। তবে আমাদের নিজ নিজ সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, শুধু কথায় আটকে না থেকে কীভাবে সেগুলোকে কাজে পরিণত করা সম্ভব। আমি আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত তিনটি ক্ষেত্রে আলোকপাত করতে চাইনিরাপত্তা :, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক। প্রথমত, আমরা আমাদের নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়াতে পারি। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আমরা সহসাথী হিসেবে সম্পৃক্ত। আমরা বেশ কয়েকটি বার্ষিক অনুশীলন পরিচালনা করি। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের দু'দেশের নিজ নিজ বিশেষ অপারেশন বাহিনী বর্তমানে টাইগার শার্ক নামে একটি যৌথ মহড়া পরিচালনা করছে। আমরা অন্যান্য সমমনা পরস্পরসহযোগী দেশগুলোর সমন্বয়ে এসব সম্পৃক্ততাকে আরও জোরদার করতে পারি। আমরা দুটি মৌলিক তথা - ভিত্তিমূলক চুক্তিতেও যেতে পারি। জেনারেল সিকিউরিটি অফ মিলিটারি ইনফরমেশন এগ্রিমেন্ট যার আওতায় সামরিক ক্রয় সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য আদান প্রদানের মূলনীতি নির্ধারিত হবে। এই রূপরেখাটি বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী অভীষ্ট-অর্জনে অবদান রাখবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তির সহায়তায় বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন ত্বরান্বিত ২০৩০ হবে। অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ক্রস সার্ভিং এগ্রিমেন্টএর আওতায় আমাদের সামরিক বাহিনী আন্তর্জাতিক জলসীমায় একে - অপরকে সহায়তা দিতে পারবে এবং বিমান, যানবাহন বা নৌযান কোনো সমস্যায় পড়লে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বা খুচরা যন্ত্রাংশ ধার দিতে পারবে, কিংবা শুধু জ্বালানি ও খাদ্য বিনিময়ে সক্ষম হবে। ২০২০ সালে বিস্ফোরণের পর বৈরুত বন্দরে জাহাজ আটকে পড়া অথবা বঙ্গোপসাগরে যৌথ মানবিক ত্রাণ কার্যক্রম চলাকালে নিরাপত্তা ও যৌথ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টিতে এই চুক্তির একটি প্রায়োগিক প্রভাব রয়েছে। আকসা এবং জিসোমিয়া সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে জানিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, এগুলো কারিগরি চুক্তি। এগুলো 'জোট' বা 'সামরিক চুক্তি'র পর্যায়ভুক্ত নয়। কিংবা এগুলো কোনো বিস্তৃত ও অস্পষ্ট প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তিও নয় যেমনটা ২০০২ সালে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছিল চীনের সঙ্গে। এগুলো কেবল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরির উপাদান হিসেবে এবং আপনাদের নিজ প্রতিরক্ষা অভীষ্টকে এগিয়ে নিতে আপনাদের সশস্ত্র

বাহিনীকে সহায়তা করবে। তাছাড়া এগুলো প্রচলিত বিষয়। ৭০টিরও বেশি দেশ আমাদের সঙ্গে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। আইনপ্রয়োগ বিষয়ে, আমি সৎভাবে বলতে চাই। সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ ও জবাবদিহিতা ছাড়া র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের কোনো সুযোগ নেই। আমরা এমন একটি র‍্যাব চাই যারা সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে যেমন কঠোর থাকবে তেমনি কঠোর থাকবে মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি সম্মান বজায় রাখতে। কিন্তু র‍্যাবের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার মানে এই নয় যে, আমরা জোরদার আইনপ্রয়োগ বিষয়ে আমাদের ইতিমধ্যে স্থাপিত শক্তিশালী নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়াতে পারবো না। আন্তর্জাতিক অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদের দমন, সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে যাবো। সন্ত্রাসবাদ দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন পুলিশ, সন্ত্রাসবাদবিরোধী ইউনিট এবং চট্টগ্রাম-, সিলেট ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিটগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। প্রস্তাবিত চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের মাধ্যমে এ কার্যক্রমগুলো বেগবান হবে এবং পুলিশকে নতুন সাজসরঞ্জাম অনুদান প্রদান ত্বরান্বিত হবে। দ্বিতীয়ত-, আরেকটি ক্ষেত্র হলো গণতন্ত্র ও মানবাধিকার উৎসাহিতকরণ যেখানে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি। যুক্তরাষ্ট্র নিখুঁত নয়। আমরা আমাদের নিজেদের গণতান্ত্রিক নবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করেছি। এই যাত্রার মধ্যে রয়েছে পুলিশের জবাবদিহিতা বিষয়ে আমাদের নিজস্ব সমস্যা নিরসন এবং নির্বাচনের দিনে সমস্ত আমেরিকান যেন ভোট দিতে পারে সেটা নিশ্চিত করা। সেইসঙ্গে আমরা সারা বিশ্বের দেশগুলোকেও তাদের গণতন্ত্রকে জোরদার করতে একই ধরনের অঙ্গীকার গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।

আগামী জাতীয় নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানাই: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ডেস্ক রিপোর্ট, ২৪ এপ্রিল ২০২২

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের আমরা স্বাগত জানাই। যেকোনো দেশ চাইলেই এই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারে।

রবিবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস) আয়োজিত ‘বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক: সহযোগিতা বৃদ্ধি ও অংশীদারিত্বের দিকে অগ্রযাত্রা’ শীর্ষক এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারের ভূমিকা পালন করছে। যুক্তরাষ্ট্রের জিএসপি সুবিধা আমরা পেতে চাই। এই জিএসপি সুবিধা পেতে শ্রমমান উন্নয়নে কী করতে হবে, সেটা যুক্তরাষ্ট্র জানালে আমরা বাস্তবায়ন করবো।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। তিনি আশা করেন, এই অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও সকল দেশের সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একত্রে কাজ করে যাবেন।

The Daily Star, 25 April 2022

US won't pick sides in Bangladesh’s election: US envoy

UNB, Dhaka

US Ambassador to Bangladesh Peter Haas has said the US will not take any sides in the upcoming elections in Bangladesh and reiterated US commitment across the world to help countries strengthen democracy.

"Let me be clear: the United States will not pick a side in the upcoming elections. We simply hope for a democratic process that allows the Bangladeshi people to freely decide who will run their country," said the ambassador.

He made the remarks while addressing a seminar today.

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organised the seminar on "Bangladesh and the United States Relations: Moving Towards Enhanced Cooperation and Partnership" at the BIISS Auditorium.

Foreign Minister Dr AK Abdul Momen spoke as the chief guest.

The US ambassador said the relations between the two countries grew with a series of recent engagements while two more important engagements will be held in the coming months.

Ambassador Haas said the two countries can enhance security cooperation.

The ambassador also talked about two proposed agreements - General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) and Acquisition and Cross Servicing Agreement (ACSA) which are "essential" to enabling a closer defence relationship, expanding opportunities for defence trade, information sharing, and military-to-military cooperation between two countries.

He said there are many misperceptions about these two proposed agreements.

The Daily Star, 25 April 2022

Sanctions on RAB: Won't be lifted without actions, accountability

Says US ambassador in Dhaka

Staff Correspondent

Unless concrete actions are taken and accountability is ensured, there is no scope for lifting the sanctions on Rab, said US Ambassador Peter Haas at a discussion yesterday.

"We want to see a Rab which is capable of combatting terrorism but which is also capable of respecting basic human rights," he said at a seminar on US-Bangladesh relations.

Just prior to his remark, the Rab Director General Chowdhury Abdullah Al-Mamun spoke about how the force in 2011 established an internal enquiry cell with US cooperation to ensure accountability of Rab personnel.

Under the International Criminal Investigative Training Assistance Programme, 147 Rab personnel were trained on basic interviewing skills and human rights, he told the discussion organisaed by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS).

The trained individuals are working to ensure transparency and uphold human rights, the Rab DG added.

Foreign Minister AK Abdul Momen commented that it was former US Ambassador James F Moriarty who called Rab the FBI (Federal Bureau of Investigation) of Bangladesh.

"Rab has since then done an excellent job at combatting terrorism. Maybe we have to look at it more closely to see how accountability can be increased … but this is a great institution," said Momen.

Ambassador Haas also said, "We will continue to work with Bangladesh to combat violent terrorism, combat transnational crime and enhance security. We will continue our support to the transnational crime police and to the anti-terrorism unit and the specialised police units in Chattogram, Sylhet, and Rajshahi.

"The USA is not perfect. We have embarked on our own democratic renewal. This journey ensures tackling our own issues with police accountability. We are inviting other countries in the world to make similar commitments."

He announced that the US would be an impartial observer of the upcoming parliamentary election. "The USA will not pick a side in the elections. Our view is simple: the Bangladeshi people have a democratic process that allows them to choose their government.

"Holding an election consistent with international standards is not just about ballot day. Truly fair elections involve creating a space where civic discourse can take place, where journalists can investigate without fear…"

He welcomed the law minister's commitment to reform the Digital Security Act to prevent abuse of the law.

The ambassador also spoke about the need for signing two defence treaties called ACSA and GSOMIA between Bangladesh and the US. GSOMIA would set the ground rule for exchanging sensitive information about military procurement said Haas, while ACSA will allow exchange of fuel and food.

These treaties are not like the "broad, vague defence agreement that Bangladesh signed with China in 2002," he said, referring to the "China-Bangladesh Defence Cooperation Agreement" which covers military training and defence production.

"The DFC [US International Development Finance Corporation] has a $4 billion active portfolio in South Asia across multiple sectors including clean energy, healthcare, agriculture. The DFC cannot operate in Bangladesh because of a lack of labour rights."

Kazi Imtiaz Hossain, chairman of BIISS led the event, while former diplomats Humayun Kabir and Tariq A. Karim, former election commissioner Brig Gen (retd) M Sakhawat Hossain, BIIS Director-General Maj Gen Mohammad Masudur Rahman and Dhaka University professor Ruksana Kibria spoke.

The Financial Express, 25 April 2022

'US won't take any side in BD polls'

No revoking of RAB sanctions sans real actions, says US envoy

FE Report

Peter Haas, the United States (US) Ambassador in Bangladesh, firmly said on Sunday that his government would not take any side in the upcoming general election here.

Reiterating the US government's commitment across the world to help countries strengthen democracy, he noted that the US wants to see such an election where people can vote freely, journalists can investigate without fear, and ability for civil-society organisations to advocate broadly can be utilised.

"Let me be clear, the US will not take a side in the upcoming election. Our hope is simply that Bangladeshi people have a democratic process, which allows them to choose their government," said the ambassador while addressing a seminar.

The Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organised the seminar - "Bangladesh and the United States Relations: Moving Towards Enhanced Cooperation and Partnership" - at its auditorium.

Talking about the recent sanctions by the US, the envoy said, "I will be honest; there is no scope to repeal the sanctions against RAB without concrete actions and accountability."

He noted that the US wants to see RAB just as effective as now in combating terrorism and is also capable of respecting basic rights.

"But the sanction on RAB does not mean we cannot enhance our strong law-enforcement and security cooperation. We will continue to work with Bangladesh to combat transnational crime and terrorism, enhance border security, and prevent violent extremism."

He opined that the relations between the two countries grew with a series of recent engagements, while two more important engagements would be held in the following months.

The ambassador also talked about two proposed agreements - the General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) and the Acquisition and Cross Servicing Agreement (ACSA) - which are "essential" to enabling a closer defence relationship, expanding opportunities for defence trade, information sharing, and military-to-military cooperation between the two countries.

Mr. Haas mentioned that there were many misperceptions about these two proposed agreements. "These are technical agreements, not the military pact."

Talking about the economic cooperation, he said his government would appoint the first-ever full-time attaché of the US Department of Commerce in the embassy here this summer.

"This is a testament to the importance we place on growing our two-way trade and investment relationship," he added.

Speaking as the chief guest, Foreign Minister Dr A K Abdul Momen hailed the US government for its recent recognition of the persecution on the Rohingyas as genocide.

He expected continuation of the support regarding safe repatriation of the Myanmar citizens, now taking shelter in Bangladesh.

Sharing outcomes of his recent meeting with the US secretary of state, the foreign minister said he placed the matter of suspension against RAB that played a key role in preventing terrorism here.

"Yes, I do agree with you that the men (RAM members) need to be accountable and we are looking into it very seriously. But this is against the institution that has been creating stability across Bangladesh and in the region. So, I request him to examine the whole issue."

About the democratic developments here, he noted that the government established all the instruments that were necessary in holding free, fair and transparent elections.

He also invited all international observers to observe the upcoming polls.

Professor of Department of International Relations of Dhaka University Dr Ruksana Kibria, Brigadier General (retired) Dr. M Sakhawat Hossain, Ambassador Humayun Kabir, and Ambassador Tariq A Karim, among others, also spoke at the seminar.

jubairfe1980@gmail.com

The New Nation, 25 April 2022

US envoy: No scope to repeal sanctions on RAB without accountability

Staff Reporter

Turning down the Bangladesh's appeal to re-examine the sanctions imposed on Rapid Action Battalion (RAB), the United States said there is no scope to repeal the sanctions without accountability.

Soon after the sanctions on the elite force on December 10 last year by the US Government, Bangladesh has been pursuing the US government through various levels to withdraw the sanctions.

The Bangladesh government still has no such information when the sanctions will be withdrawn. Foreign Minister AK Abdul Momen on Sunday again called upon the US government to re-examine the issue.

He said this while addressing as the Chief Guest at a seminar on 'Bangladesh and the United States Relations, Moving towards Enhanced Cooperation and Partnership' organised by Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) in its auditorium in the capital.

In the same seminar, US Ambassador to Bangladesh Peter Haas said, "There is no scope for the repeal of sanctions against the RAB without concrete action and accountability. This force will be capable of respecting basic human rights"

He, however, said despite the sanctions on RAB the bilateral cooperation on various levels between the two countries will continue. "RAB's sanctions do not mean we cannot increase our strong law enforcement security cooperation. We will continue to work with Bangladesh to combat transnational crime and terrorism, enhance border security and prevent violent extremism," he noted.

"We will continue our support to counter terrorism and transnational crime. The signing of a proposed memorandum of understanding will facilitate our ability to implement our anti-terrorism assistance, training programme and to donate new equipment to the police," the envoy said.

On the next general election, Peter Haas said that his government would not take any side but expect that voters will choose their government.

"The United States will not pick a side in the upcoming elections. Our hope is simple that the Bangladesh people have a democratic process that allows them to choose their government," he added.

"Truly democratic elections require the space for civic discourse to take place in an environment where journalists can investigate without fear and the ability for the civil society organisations to advocate broadly. It will be very clear," he added.

Slamming his own country's democracy, he said, "The United States is not perfect. We have embarked on our own democratic renewal. And we are inviting countries around the world to make similar commitments to strengthen their democracies."

About the democracies of Bangladesh, he said, "We can work together to promote democracy and to protect human rights."

About the Digital Security Act, he said, "Bangladesh government will keep its commitment to reform the digital security act to prevent future abuses."

"I appreciate that Bangladesh will invite foreign observers during the next election. It's important to realise that holding an election in consistent with international standards is not just about the day the votes are actually cast.

Terming US-Bangladesh relationship at a turning point, he said his government wants to increase security engagement with Bangladesh to modernise its military with the US technology. He also said US government is ready to move the economic relationship forward between the two nations.

About labour rights in Bangladesh, the envoy said, the US is committed to supporting Bangladesh's labour rights journey including through targeted development assistance. AK Abdul Momen said, "US is a land of rules and justice. We hope US will not give shelter to any murderer. But unfortunately we have one proclaimed murderer in your country." The Seminar was chaired by BIISS Chairman Ambassador Kazi Imtiaz Hossain while BIISS Director General Major General Mohammad Maksudur Rahman delivered the Welcome Address.

The Bangladesh Today, 24 April 2022

US won't take sides in election: Amb. Haas

US Ambassador to Bangladesh Peter Haas has said the US will not take any side in the upcoming elections in Bangladesh and reiterated US commitment across the world to help countries strengthen democracy.

"Let me be clear: the United States will not pick a side in the upcoming elections. We simply hope for a democratic process that allows the Bangladeshi people to freely decide who will run their country," he said while addressing a seminar on Sunday.

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organized the seminar on "Bangladesh and the United States Relations: Moving towards Enhanced Cooperation and Partnership" at the BIISS auditorium.

Foreign Minister Dr AK Abdul Momen spoke as the chief guest at the event in which the US envoy highlighted three areas ripe for growth in the bilateral relationship – security, human rights and democracy, and economic ties.

Ambassador Haas said the two countries can work together to promote democracy and protect human rights and acknowledged that the United States is not perfect. "As the relationship grows, the conversation broadens."

"We have embarked on our own democratic renewal. This journey includes tackling our own issues with police accountability and ensuring all Americans can cast their ballots on election day," he said, adding that they are inviting countries around the world to make similar commitments to strengthen their democracies.

Ambassador Haas said he is pleased Foreign Minister Momen stated that Bangladesh will welcome international observers during the next election.

He also welcomed the Law Minister's commitment to reform the Digital Security Act to prevent further abuses.

“Holding an election consistent with international standards is not just about the day votes are actually cast,” Ambassador Haas mentioned.

In effect, he said, the elections have already started. “Truly democratic elections require the space for civic discourse to take place, an environment where journalists can investigate without fear, and the ability for civil society organizations to advocate broadly.”

Enhanced Security Cooperation

The US Ambassador said the relations between the two countries grew with a series of recent engagements while two more important engagements will be held in the coming months and the two countries can increase the security cooperation.

He talked about two proposed agreements – General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) and Acquisition and Cross Servicing Agreement (ACSA) which are “essential” to enabling a closer defence relationship, expanding opportunities for defence trade, information sharing, and military-to-military cooperation between the two countries.

The Ambassador said GSOMIA would set ground rules for exchanging sensitive information about military procurements.

This framework would enable Bangladesh to modernize its military with U.S. technology, contributing to Bangladesh’s Forces Goal 2030, he said.

Meanwhile ACSA would allow the two militaries to offer each other assistance on the high seas, to lend equipment or spare parts when an aircraft, vehicle, or vessel is in trouble, or to simply exchange fuel and food, the ambassador said.

An ACSA has a real-world impact on safety and interoperability, like when a vessel ends up stranded in the Port of Beirut after the 2020 explosion or during joint humanitarian relief efforts in the Bay of Bengal, said Ambassador Haas.

“There are a lot of misperceptions about the GSOMIA and ACSA. They are technical agreements. They do not reflect an “alliance” or “military pact.” Nor do they constitute a broad and vague defense cooperation agreement, such as the one Bangladesh signed with China in 2002,” he mentioned.

The US envoy said the proposed deals are simple building blocks to a closer relationship and to allow them to help Bangladesh’s armed forces advance its own defense goals. “And they are common. More than 70 countries have signed these agreements with us.”

Regarding law enforcement and sanctions, the Ambassador made it clear that there is no scope for repeal of sanctions against the Rapid Action Battalion without concrete action and accountability. “I will be honest.”

He said they want to see a RAB that remains effective at combatting terrorism, but that does so while respecting basic human rights.

“But RAB sanctions do not mean we cannot enhance our strong law enforcement security cooperation. We will continue to work with Bangladesh to combat transnational crime and terrorism, enhance border security, and prevent violent extremism,” Ambassador Haas said.

He said they will continue their support to Counterterrorism and Transnational Crime policing, the Anti-Terrorism Unit, and the specialized units of the Metropolitan Police in Chattogram, Sylhet, and Rajshahi.

The signing of a proposed Memorandum of Agreement would facilitate implementation of the Anti-Terrorism Assistance training program and to donate new equipment to the police, said the US envoy.

Economic Ties

Ambassador Haas said the United States is ready to move the economic relationship forward. Next month, he will welcome the inaugural visit of the Executive Committee of the U.S.-Bangladesh Business Council.

He announced that the U.S. Embassy will welcome the first ever full-time attaché from the U.S. Department of Commerce this summer. “This is a testament to the importance we place on growing our two-way trade and investment relationship.”

As a middle-income country, Bangladesh will be competing on equal footing with major economies.

Issues like intellectual property rights, supply chain efficiencies, access to quality higher education, and a transparent and inclusive business environment will become ever more important.

“How Bangladesh regulates internet activity will also impact foreign investment and the willingness of companies to do business in Bangladesh,” said the US envoy.

New Opportunities

For instance, the envoy said, the newly established U.S. International Development Finance Corporation (or DFC) has a $4 billion active portfolio in South Asia across multiple sectors including clean energy, agriculture, healthcare, and banking.

Unfortunately, he said, the DFC is unable to operate in Bangladesh for the same reason Bangladesh is ineligible for the Generalized System of Preferences (GSP) trade benefit: a lack of labor rights.

“The United States is ready to hit the gas to enhance our partnership and realize the great potential of our relationship. We are ready to move as quickly as you are,” he said.

Ambassador Haas said Bangladesh-US relationship is at a “turning point” and over the past 50 years, the two countries have built a robust relationship together, binding cultures, peoples, and economies. “And the United States is ready to move as fast as Bangladesh wants to expand and deepen our ties.”

The envoy said they look to the future and they must recognize that the bilateral relationship will change. “The reason is simple: Bangladesh has changed.”

Bangladesh is now one of the fastest growing economies in the Indo-Pacific, said Ambassador Haas, adding that “You are preparing for graduation from Least Developed Country status and racing ahead toward middle income status.”

This change brings about a new dynamic, he said and added, “Simply put, the United States conducts diplomacy with major economies and with regional leaders differently.”

The seminar was chaired by BIISS Chairman Ambassador Kazi Imtiaz Hossain while its Director General Major General Mohammad Maksudur Rahman delivered the welcome remarks.

Prof Ruksana Kibria of Department of International Relations at DU talked on the topic titled “The evolving Bangladesh- US relations” while Brig. General (Retd.) Dr M Sakhawat Hossain, Senior Fellow, South Asian Institute of Policy and Governance, North-South University and former Election Commissioner of Bangladesh, made a presentation on “Bangladesh-US Partnership for Enhanced Security in South Asia”.

Ambassador Humayun Kabir, President, Bangladesh Enterprise Institute (BEI) talked about “Contemporary Dynamics of Bangladesh-US relations and the Way Forward.”

The presentations were followed by the remarks of designated discussant Ambassador Tariq A. Karim, Director, Center for Bay of Bengal Studies, Independent University Bangladesh.

Dhaka Tribune, 24 April 2022

Envoy: US will not take any side in election

Peter Haas has also talked about GSOMIA and ACSA agreements which are essential for a closer defence relationship between Bangladesh and the US

US Ambassador to Bangladesh Peter Haas has said the US will not take any side in the upcoming elections in Bangladesh and reiterated his government's commitment across the world to help countries strengthen democracy.

"Let me be clear: the United States will not pick a side in the upcoming elections. We simply hope for a democratic process that allows the Bangladeshi people to freely decide who will run their country," said the ambassador while addressing a seminar on Sunday.

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organized the seminar on "Bangladesh and the United States Relations: Moving Towards Enhanced Cooperation and Partnership" at the BIISS Auditorium.

Foreign Minister Dr AK Abdul Momen spoke as the chief guest.

The ambassador said the relations between the two countries grew with a series of recent engagements while two more important engagements would be held in the following months.

Ambassador Haas said the two countries could enhance security cooperation.

The ambassador has also talked about two proposed agreements – General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) and Acquisition and Cross Servicing Agreement (ACSA) which are "essential" to enabling a closer defence relationship, expanding opportunities for defence trade, information sharing, and military-to-military cooperation between two countries.

He said there were many misperceptions about these two proposed agreements.

The Daily Observer, 25 April 2022

Democratic process a must to decide freely who will run BD: US envoy

Diplomatic Correspondent

US Ambassador to Bangladesh Peter Haas said on Sunday that the US hopes for a democratic process that allows the Bangladeshi people to freely decide who will run their country.
"Let me be clear: the United States will not pick a side in the upcoming elections. We simply hope for a democratic process that allows the Bangladeshi people to freely decide who will run their country," said the Ambassador.

He made the remarks while addressing a seminar on "Bangladesh and the United States Relations: Moving Towards Enhanced Cooperation and Partnership" at Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) Auditorium. Foreign Minister Dr AK Abdul Momen spoke as chief guest, BIISS organized the seminar.

The Ambassador also talked about two proposed agreements - General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) and Acquisition and Cross Servicing Agreement (ACSA) which are "essential" to enabling a closer defence relationship, expanding opportunities for defence trade, information sharing, and military-to-military cooperation between two countries. There are a lot of misperceptions about the GSOMIA and ACSA. They are technical agreements. They do not reflect an "alliance" or "military pact." Nor do they constitute a broad and vague defence cooperation agreement, such as the one Bangladesh signed with China in 2002. They are simple building blocks to a closer relationship and to allow us to help your armed forces advance your own defence goals. And they are common. More than 70 countries have signed these agreements with us.

"Regarding law enforcement, I will be honest. There is no scope for repeal of sanctions against the Rapid Action Battalion without concrete action and accountability. We want to see a RAB that remains effective at combating terrorism, but that does so while respecting basic human rights," Hass said.

But RAB sanctions do not mean we cannot enhance our strong law enforcement security cooperation. We will continue to work with Bangladesh to combat transnational crime and terrorism, enhance border security, and prevent violent extremism, he added.
We continue our support to Counterterrorism and Transnational Crime police, the Anti-Terrorism Unit, and the specialized units of the Metropolitan Police in Chattogram, Sylhet, and Rajshahi, he said.

The signing of a proposed Memorandum of Agreement would facilitate our ability to implement our Anti-Terrorism Assistance training programme and to donate new equipment to the police. Second, we can work together to promote democracy and protect human rights.

"The United States is not perfect. We have embarked on our own democratic renewal. This journey includes tackling our own issues with police accountability and ensuring all Americans can cast their ballots on election day. And we are inviting countries around the world to make similar commitments to strengthen their democracies," the US Ambassador said.

The US Ambassador said the relations between the two countries grew with a series of recent engagements while two more important engagements will be held in the coming months. Ambassador Haas said the two countries can enhance security cooperation.

"We are set to open the defence dialogue between the two countries soon... we want to expanding opportunities for defence trade, information sharing, and military-to-military cooperation between two countries, the US Ambassador said.

The Seminar was chaired by Ambassador Kazi Imtiaz Hossain, Chairman, BIISS. Maj Gen Mohammad Maksudur Rahman, OSP, BSP, psc, Director General, BIISS, delivered the Welcome Address.

Prof Ruksana Kibria, Department of International Relations, University of Dhaka, talked on the topic titled, "The evolving Bangladesh- US relations". Brig Gen (Retd.) Dr M Sakhawat Hossain, Senior Fellow, South Asian Institute of Policy and Governance, North-South University and former Election Commissioner of Bangladesh, made a presentation on "Bangladesh-US Partnership for Enhanced Security in South Asia". Ambassador Humayun Kabir, President, Bangladesh Enterprise Institute (BEI), presented "Contemporary Dynamics of Bangladesh-US relations and the Way Forward." The presentations were followed by the remarks of designated Discussant Ambassador Tariq A Karim, Director, Centre for Bay of Bengal Studies, Independent University Bangladesh.

Taking part in the discussion Foreign Minister Dr AK Abdul Momen said that the US has been an important partner in Bangladesh's journey towards development.

He thanked the Biden Administration for voting in support of the UNGA Resolution on "Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar" as well as for the recent recognition of the persecution on Rohingya as Genocide.

"Noting that the Indo-Pacific Strategy is one of the key initiatives in Asia and the Pacific, he hoped that Bangladesh and the USA will work together to make this region a peaceful one and create a conducive environment that will bring benefits for all countries," Momen said. However, Momen requested the US government to withdraw the sanction on RAB and others.

The Business Standard
April 25, 2022
US won't take any side in election: Ambassador Haas
The US ambassador said the relations between the two countries grew with a series of recent engagements

US Ambassador to Bangladesh Peter Haas has said the US will not take any side in the upcoming elections in Bangladesh and reiterated US commitment across the world to help countries strengthen democracy.

"Let me be clear. The United States will not pick a side in the upcoming elections. We simply hope for a democratic process that allows the Bangladeshi people to freely decide who will run their country," said the Ambassador while addressing a seminar on Sunday.

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organized the seminar on "Bangladesh and the United States Relations: Moving Towards Enhanced Cooperation and Partnership" at the BIISS Auditorium.

Foreign Minister Dr AK Abdul Momen spoke as the chief guest.

Ambassador Haas said, "The United States is not perfect. We have embarked on our own democratic renewal. This journey includes tackling our own issues with police accountability and ensuring all Americans can cast their ballots on election day. And we are inviting countries around the world to make similar commitments to strengthen their democracies.

"I am pleased Foreign Minister Momen has stated that Bangladesh will welcome international observers during the next election."

He also welcomed the law minister's commitment to reform the Digital Security Act to prevent further abuses.

"Holding an election consistent with international standards is not just about the day votes are actually cast. In effect, the elections have already started. Truly democratic elections require the space for civic discourse to take place, an environment where journalists can investigate without fear, and the ability for civil society organizations to advocate broadly," he added.

The US Ambassador further said the relations between the two countries grew with a series of recent engagements while two more important engagements will be held in the coming months.

He further said the two countries can enhance security cooperation.

The ambassador also talked about two proposed agreements - the General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) and the Acquisition and Cross Servicing Agreement (ACSA) which are "essential" to enabling a closer defence relationship, expanding opportunities for defence trade, information sharing, and military-to-military cooperation between two countries.

He said there are many misperceptions about these two proposed agreements.

Source: https://www.tbsnews.net/bangladesh/us-wont-take-any-side-election-ambassador-haas-408858

New Age
April 25, 2022
No sanctions withdrawal without concrete action: US ambassador
Staff Correspondent | Published: 00:48, Apr 25,2022

The Bangladesh Institute of International and Strategic Studies holds a seminar titled 'Bangladesh and the United States Relations: Moving towards Enhanced Cooperation and Partnership' at the auditorium of the institute in Dhaka on Sunday. — New Age photo

The US Ambassador in Bangladesh, Peter Haas, said on Sunday that there was no scope for repeal of sanctions against the Rapid Action Battalion without concrete action and accountability.

'There is no scope for repeal of sanctions against the Rapid Action Battalion without concrete action and accountability,' he told a seminar on 'Bangladesh and the United States relations: Moving towards enhanced cooperation and partnership' in the city.

Describing the US-Bangladesh relationship as being at a turning point, the diplomat said, 'The United States is ready to hit the gas to enhance our partnership and realise the great potential of our relationship. We are ready to move as quickly as you are.'

He said that they wanted to see the battalion effective at combatting terrorism but respecting basic human rights.

'But RAB sanctions do not mean we cannot enhance our strong law enforcement security cooperation,' Peter Haas said.

He said that the United States would not pick a side in the upcoming elections and hope Bangladeshi people to freely decide who to run their country.

Bangladesh Institute for International and Strategic Studies organised the seminar at its auditorium marking 50 years of Bangladesh's diplomatic relation with the United States.

Addressing the seminar, foreign minister AK Abdul Momen requested the US government to reexamine the issue of the sanctions, saying that the RAB had done excellent jobs.

Momen mentioned that the US administration did not support Bangladesh's War of Independence, which, he said, did not matter as the US people, including intellectuals, had their support for Bangladesh, its democracy and justice and human rights.

The battalion's director general Chowdhury Abdullah Al-Mamun in the open session said that the battalion had acquired a good number of equipment, including helicopters, from the United States and it now needed more engagement with the US Embassy here.

'Let me be clear, the United States will not pick a side in the upcoming elections. We simply hope for a democratic process that allows the Bangladeshi people to freely decide who will run their country,' Peter Haas said.

He said that truly democratic elections required the space for civic discourse to take place, an environment where journalists could investigate without fear, and the ability for civil society organisations to advocate broadly.

He said that he was pleased that foreign minister Momen had stated that Bangladesh would welcome international observers in the next election.

'I also welcome the law minister's commitment to reform the Digital Security Act to prevent further abuses. Holding an election consistent with international standards is not just about the day votes are actually cast. In effect, the elections have already started,' he continued.

Dhaka University international relations professor Ruksana Kibria made a presentation on 'The Evolving Bangladesh-US Relations' while former election commissioner retired brigadier general M Sakhawat Hossain presented a paper titled 'Bangladesh-US Partnership for Enhanced Security in South Asia' at the event chaired by BIISS chairman Kazi Imtiaz Hossain.

The US Treasury Department on December 10 slapped sanctions on the RAB and its seven current and former officials for serious human rights violations.

The sanction will not only restrict the entry of the individual in the United States but their property, if any found in the country, will also be blocked, according to a release by the US Treasury Department.

Source: https://www.newagebd.net/article/168942/no-sanctions-withdrawal-without-concrete-action-us-ambassador

Prothom Alo English
April 25, 2022

Sanctions on RAB won't be lifted without concrete action: Peter Haas

Diplomatic Correspondent
Dhaka
Published: 24 Apr 2022, 22:44

US ambassador to Bangladesh Peter Haas on Sunday said US sanctions on Rapid Action Battalion (RAB) would not be lifted if concrete action was are not taken and accountability not ensured.

"There is no scope for repeal of sanctions against the Rapid Action Battalion without concrete action and accountability. We want to see a RAB that remains effective at combatting terrorism, but that does so while respecting basic human rights," Peter Haas said while speaking at a seminar.

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organised the seminar on "Bangladesh and the United States Relations: Moving towards Enhanced Cooperation and Partnership" at the BIISS auditorium.

The United States imposed sanctions on RAB and its six current and former officials on the allegation of gross violation of human rights last December. Bangladesh has been requesting the US authorities lift the sanctions since then.

The US envoy, however, said that the RAB sanctions do not mean the two countries cannot enhance security cooperation.

"We will continue to work with Bangladesh to combat transnational crime and terrorism, enhance border security, and prevent violent extremism. We continue our support to Counterterrorism and Transnational Crime police, the Anti-Terrorism Unit, and the specialised units of the Metropolitan Police in Chattogram, Sylhet, and Rajshahi," he added.

US not to take any side in next election

Regarding the next general election due to be held at the end of 2023, the US ambassador said his country would not take any side during the election.

"Let me be clear, the United States will not pick a side in the upcoming elections. We simply hope for a democratic process that allows the Bangladeshi people to freely decide who will run their country."

Stating that US and Bangladesh can work together to promote democracy and protect human rights, the ambassador said he is pleased that the foreign minister of Bangladesh AK Abul Momen has stated that Bangladesh will welcome international observers during the next election.

“Holding an election consistent with international standards is not just about the day votes are actually cast. In effect, the elections have already started. Truly democratic elections require the space for civic discourse to take place, an environment where journalists can investigate without fear, and the ability for civil society organizations to advocate broadly,” the US ambassador said.

Regarding the shortcomings of democracy in the US, Peter Haas said, “The United States is not perfect. We have embarked on our own democratic renewal. This journey includes tackling our own issues with police accountability and ensuring all Americans can cast their ballots on Election Day. And we are inviting countries around the world to make similar commitments to strengthen their democracies.”

The US ambassador also welcomed the law minister’s commitment to reform the Digital Security Act to prevent further abuses of the law.

He also talked about two proposed agreements - General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) and Acquisition and Cross Servicing Agreement (ACSA).

Speaking at the seminar as chief guest, AK Abdul Momen, MP, noted that the US has been an important partner in Bangladesh’s journey towards development.

He thanked the Biden administration for voting in support of the UNGA Resolution on “Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar” as well as for the recent recognition of the persecution on Rohingya as Genocide.

Noting that the Indo-Pacific Strategy is one of the key initiatives in Asia and the Pacific, he hoped that Bangladesh and the USA will work together to make this region a peaceful one and create a conducive environment that will bring benefits for all countries.

Chaired by BIISS chairman ambassador Kazi Imtiaz Hossain, director general of BIISS major general Mohammad Maksudur Rahman delivered the welcome address at the seminar.

Professor Ruksana Kibria of International Relations department of University of Dhaka, former Election Commissioner brigadier general (Retd.) M Sakhawat Hossain, ambassador Humayun Kabir, president of Bangladesh Enterprise Institute (BEI), ambassador Tariq A Karim, director of Center for Bay of Bengal Studies, Independent University Bangladesh, among others spoke at the seminar.

Source: https://en.prothomalo.com/bangladesh/sanctions-on-rab-wont-be-lifted-without-concrete-action-peter-haas

The Daily Sun
April 25, 2022

US won't take sides in election: Amb Haas

- UNB
- 24th April, 2022 08:17:47 PM

Dhaka, April 24: US Ambassador to Bangladesh Peter Haas has said the US will not take any side in the upcoming elections in Bangladesh and reiterated US commitment across the world to help countries strengthen democracy.

"Let me be clear: the United States will not pick a side in the upcoming elections. We simply hope for a democratic process that allows the Bangladeshi people to freely decide who will run their country," he said while addressing a seminar on Sunday.

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) organized the seminar on "Bangladesh and the United States Relations: Moving towards Enhanced Cooperation and Partnership" at the BIISS auditorium.

Foreign Minister Dr AK Abdul Momen spoke as the chief guest at the event in which the US envoy highlighted three areas ripe for growth in the bilateral relationship - security, human rights and democracy, and economic ties.

Ambassador Haas said the two countries can work together to promote democracy and protect human rights and acknowledged that the United States is not perfect. "As the relationship grows, the conversation broadens."

"We have embarked on our own democratic renewal. This journey includes tackling our own issues with police accountability and ensuring all Americans can cast their ballots on election day," he said, adding that they are inviting countries around the world to make similar commitments to strengthen their democracies.

Ambassador Haas said he is pleased Foreign Minister Momen stated that Bangladesh will welcome international observers during the next election.

He also welcomed the Law Minister's commitment to reform the Digital Security Act to prevent further abuses.

"Holding an election consistent with international standards is not just about the day votes are actually cast," Ambassador Haas mentioned.

In effect, he said, the elections have already started. "Truly democratic elections require the space for civic discourse to take place, an environment where journalists can investigate without fear, and the ability for civil society organizations to advocate broadly."

Enhanced Security Cooperation

The US Ambassador said the relations between the two countries grew with a series of recent engagements while two more important engagements will be held in the coming months and the two countries can increase the security cooperation.

He talked about two proposed agreements - General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) and Acquisition and Cross Servicing Agreement (ACSA) which are "essential" to enabling a closer defence relationship, expanding opportunities for defence trade, information sharing, and military-to-military cooperation between the two countries.

The Ambassador said GSOMIA would set ground rules for exchanging sensitive information about military procurements.

This framework would enable Bangladesh to modernize its military with U.S. technology, contributing to Bangladesh's Forces Goal 2030, he said.

Meanwhile ACSA would allow the two militaries to offer each other assistance on the high seas, to lend equipment or spare parts when an aircraft, vehicle, or vessel is in trouble, or to simply exchange fuel and food, the ambassador said.

An ACSA has a real-world impact on safety and interoperability, like when a vessel ends up stranded in the Port of Beirut after the 2020 explosion or during joint humanitarian relief efforts in the Bay of Bengal, said Ambassador Haas.

"There are a lot of misperceptions about the GSOMIA and ACSA. They are technical agreements. They do not reflect an "alliance" or "military pact." Nor do they constitute a broad

and vague defense cooperation agreement, such as the one Bangladesh signed with China in 2002," he mentioned.

The US envoy said the proposed deals are simple building blocks to a closer relationship and to allow them to help Bangladesh's armed forces advance its own defense goals. "And they are common. More than 70 countries have signed these agreements with us."

Regarding law enforcement and sanctions, the Ambassador made it clear that there is no scope for repeal of sanctions against the Rapid Action Battalion without concrete action and accountability. "I will be honest."

He said they want to see a RAB that remains effective at combatting terrorism, but that does so while respecting basic human rights.

"But RAB sanctions do not mean we cannot enhance our strong law enforcement security cooperation. We will continue to work with Bangladesh to combat transnational crime and terrorism, enhance border security, and prevent violent extremism," Ambassador Haas said.

He said they will continue their support to Counterterrorism and Transnational Crime policing, the Anti-Terrorism Unit, and the specialized units of the Metropolitan Police in Chattogram, Sylhet, and Rajshahi.

The signing of a proposed Memorandum of Agreement would facilitate implementation of the Anti-Terrorism Assistance training program and to donate new equipment to the police, said the US envoy.

Economic Ties

Ambassador Haas said the United States is ready to move the economic relationship forward. Next month, he will welcome the inaugural visit of the Executive Committee of the U.S.-Bangladesh Business Council.

He announced that the U.S. Embassy will welcome the first ever full-time attaché from the U.S. Department of Commerce this summer. "This is a testament to the importance we place on growing our two-way trade and investment relationship."

As a middle-income country, Bangladesh will be competing on equal footing with major economies.

Issues like intellectual property rights, supply chain efficiencies, access to quality higher education, and a transparent and inclusive business environment will become ever more important.

"How Bangladesh regulates internet activity will also impact foreign investment and the willingness of companies to do business in Bangladesh," said the US envoy.

New Opportunities

For instance, the envoy said, the newly established U.S. International Development Finance Corporation (or DFC) has a $4 billion active portfolio in South Asia across multiple sectors including clean energy, agriculture, healthcare, and banking.

Unfortunately, he said, the DFC is unable to operate in Bangladesh for the same reason Bangladesh is ineligible for the Generalized System of Preferences (GSP) trade benefit: a lack of labor rights.

"The United States is ready to hit the gas to enhance our partnership and realize the great potential of our relationship. We are ready to move as quickly as you are," he said.

Ambassador Haas said Bangladesh-US relationship is at a “turning point” and over the past 50 years, the two countries have built a robust relationship together, binding cultures, peoples, and economies. “And the United States is ready to move as fast as Bangladesh wants to expand and deepen our ties.”

The envoy said they look to the future and they must recognize that the bilateral relationship will change. “The reason is simple: Bangladesh has changed.”

Bangladesh is now one of the fastest growing economies in the Indo-Pacific, said Ambassador Haas, adding that “You are preparing for graduation from Least Developed Country status and racing ahead toward middle income status.”

This change brings about a new dynamic, he said and added, “Simply put, the United States conducts diplomacy with major economies and with regional leaders differently.”

The seminar was chaired by BIISS Chairman Ambassador Kazi Imtiaz Hossain while its Director General Major General Mohammad Maksudur Rahman delivered the welcome remarks.

Prof Ruksana Kibria of Department of International Relations at DU talked on the topic titled “The evolving Bangladesh- US relations” while Brig. General (Retd.) Dr M Sakhawat Hossain, Senior Fellow, South Asian Institute of Policy and Governance, North-South University and former Election Commissioner of Bangladesh, made a presentation on “Bangladesh-US Partnership for Enhanced Security in South Asia”.

Ambassador Humayun Kabir, President, Bangladesh Enterprise Institute (BEI) talked about “Contemporary Dynamics of Bangladesh-US relations and the Way Forward.”

The presentations were followed by the remarks of designated discussant Ambassador Tariq A. Karim, Director, Center for Bay of Bengal Studies, Independent University Bangladesh.

Source: https://www.daily-sun.com/post/617469/US-wont-take-sides-in-election:-Amb-Haas

Bangladesh Sangbad Sangshta (BSS)
April 24, 2022
Washington will not pick side in Bangladesh's polls: HAAS

DHAKA, April 24, 2022 (BSS) – Foreign Minister Dr AK Abdul Momen today said Dhaka would welcome observers from the United States to monitor the upcoming 2023 general elections as US Ambassador Peter Haas said Washington would strictly maintain its neutrality as far as Bangladesh polls were concerned.

"I have invited all . . . anyone (who) wants come and observe (the polls) . . . you (also) are most welcome to come with your (US) observers," Momen told a Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS) seminar.

Bangladesh, he said, established all required instruments that for holding free, fair, transparent elections.

Momen's comments came as the newly appointed US envoy in Dhaka said his country simply expected a democratic process to be followed that would allow Bangladeshis to freely decide who would run their country.

"(But) Let me be clear. The United States will not pick a side in the upcoming elections," Hass told the seminar titled "Bangladesh and the United States Relations: Moving towards Enhanced Cooperation and Partnership" at the BIISS auditorium.

The ambassador touched upon various issues related to US-Bangladesh bilateral ties in areas including economy, law enforcement, defense and strategic cooperation, democracy, human rights and people to people contact.

"The US-Bangladesh relationship is at a turning point. The US is ready to hit the gas to enhance our partnership and realise the great potential of our relationship ... we are ready to move as quickly as you are," he said.

Law enforcement

Hass said the US sanctions against Bangladesh's elite anti-crime Rapid Action Battallion (RAB) did not mean the US could not enhance strong law enforcement security cooperation with Bangladesh but ruled out possibilities of scrapping the sanctions without concrete actions to ensure RAB's accountibility.

"I will be honest. There is no scope for repeal of sanctions against the Rapid Action Battalion without concrete action and accountability."

He said the US wanted to see a RAB that remains effective at combating terrorism, but that "does so while respecting basic human rights".

"We will continue to work with Bangladesh to combat transnational crime and terrorism, enhance border security, and prevent violent extremism," he said.

Bangladesh and the United States earlier agreed on a proposal to enhance police capacities to fight terrorism with enhanced US assistance.

Hass said the signing of the proposed Memorandum of Agreement would facilitate the US ability to implement "our Anti-Terrorism Assistance training programme and to donate new equipment to the different units of Bangladesh police".

Security cooperation

"We can increase our security cooperation," Haas said adding that the two countries were already engaged as peers in the defense sphere and the engagement could be strengthened further over joint military exercises by "bringing in other like-minded mutual partners."

He said Washington and Dhaka could move forward on two basic foundational agreements - General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) and Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA).

"There are a lot of misperceptions about the GSOMIA and ACSA. They are technical agreements. They do not reflect an "alliance" or "military pact," Haas said adding these agreements don't constitute a "broad and vague defense cooperation agreement", such as the one Bangladesh signed with China in 2002.

He said the GSOMIA would set ground rules for exchanging sensitive information about military procurements which enable Dhaka to modernize its military with US technology, contributing to Bangladesh's Forces Goal 2030.

On the other hand, the envoy said the ACSA would allow US militaries to offer each other assistance on the high seas, to lend equipment or spare parts when an aircraft, vehicle, or vessel is in trouble, or to simply exchange fuel and food.

Economic cooperation

The ambassador said Bangladesh is now one of the fastest growing economies in the Indo-Pacific while the country is racing ahead toward middle income status.

"This change brings about a new dynamic. Simply put, the United States conducts diplomacy with major economies and with regional leaders differently," he said.

The ambassador said Washington is ready to move the economic relationship forward with Bangladesh while the first ever full-time attach, from the US Department of Commerce will be posted at here in this summer.

"This is a testament to the importance we place on growing our two-way trade and investment relationship," he said.

Next month, the ambassador said the Executive Committee of the U.S.-Bangladesh Business Council will pay its maiden visit here.

"How Bangladesh regulates internet activity will also impact foreign investment and the willingness of companies to do business in Bangladesh," he added.

The envoy said the US is committed to supporting Bangladesh's labor rights journey, including through targeted development assistance while a new attach, from the US Department of Labor is scheduled to join US embassy here next year to enhance cooperation in this regards.

Source: https://www.bssnews.net/news-flash/57684